ইকবাল আলমগীর কবীর

আরো দুই

আরো দুই

ইকবাল আলমগীর কবীর

১. লক্ষ টাকার ঝামেলা

২. আবারো হীরে

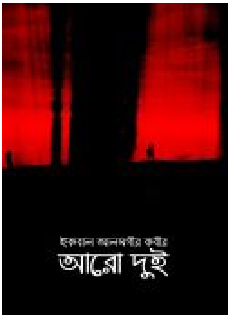

লক্ষ টাকার ঝামেলা

‘ভাইয়া।’

সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ করেই ডাকল কমল। কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছে শান্ত, তারদিকে তাকিয়ে। কমলের ডাক শুনে ঘুরে তাকাল না শান্ত। কথা বলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি বলতে পারে। কাজ করতে করতে উত্তর দিল সে, ‘বল।’

কমল জানাল, ‘৫০ হাজার টাকা পুরস্কার।’

শান্ত বলল, ‘হ্যাঁ।’

কমল আরো নির্দিষ্ট করে বলল এবার, ‘একজনকে ধরে দিতে হবে।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘জীবিত না মৃত?’

খুব বেশি আগ্রহ দেখা গেল না শান্তর কথায়। কমল তাড়াতাড়ি করে বলল, ‘না-না, জীবিত। না হলে টাকা পাওয়া যাবে কিভাবে? ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে।’

বলে উত্তরের অপেক্ষা করে শান্তর দিকে তাকিয়ে থাকল। হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখল পাশেই সোফায়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শান্তর কাজ শেষের দিকে। প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছে। এখনি কম্পিউটার বন্ধ করার কমান্ড দেবে। এখন কথা বললে ক্ষতি নেই।

‘হুঁ, খোঁজ কর।’ কাজ করতে করতেই জানাল শান্ত।

কমল আরো তথ্য দিল, ‘ছবি দিয়েছে।’

একটা হতাসা প্রকাশ পেল এবার শান্তর গলায়, ‘তাহলে আর কি? তোর আগেই আরেকজন ধরে ফেলবে। ধরে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যাবে।’

কমল চুপ করে ভাবতে থাকল। পেলে মন্দ হয় না। পঞ্চাশ হাজার টাকা, বেশ কিছু শখের জিনিষ কেনা যাবে।

কম্পিউটার বন্ধ হয়ে গেছে। নিচু হয়ে ইউপিএস এর সুইচ বন্ধ করল শান্ত। কমল তাকিয়ে থাকল সেদিকে। বেশ ধুলো ঢোকে এদিকে। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছে কম্পিউটার।

‘অবশ্য ধরার পর যদি তাকে চিনতে পারে।’ কাজ করতে করতে মন্তব্য করল শান্ত।

কমল বলল, ‘তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে, চিনতে পারবে না। পরিস্কার ছবি।’

শান্ত তার কথার ব্যাখ্যা দিল এবার, ‘যদি চেহারা পাল্টে ফেলে। ৫০ হাজার টাকার মামলা তো। হয়তো তাকে পাওয়া যাবে, জীবিত বা মৃত, কেউ চিনতে পারবে না।’

এটা কেমন কথা!

কমল খবরের কাগজের দিকে তাকাল। ওটা পড়ে আছে সামনে। সামনের পাতায় বড় করে একটা হেডলাইন। কাগজটা হাতে নিয়ে খবরটা আরেকবার দেখল। একটা খুনের খবর। রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। মৃতব্যক্তির মুখ এমনভাবে কেটেছে যেন চেনা না যায়। অন্তত এখন পর্যন্ত কেউ চিনতে পারেনি তাকে। পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এটার কথাই কি বলছে শান্ত ?

আরেকবার দেখল সে ছবিটা। শান্ত এসে বসল কাছেই আরেকটা সোফায়।

‘তুমি বলছ এই খুনের সাথে ওই বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক আছে ?’ কাগজটা বাড়িয়ে ধরল কমল।

শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, ‘আমি বলব কেন ? দুটোই একসাথে বেরিয়েছে। একটা প্রথম পাতায় একটা ভেতরের পাতায়-আরো মিল আছে মনে হয়। দেখতো পাওয়া যায় কি-না ?’

শান্ত যেন হোমটাস্কা দিল কমলকে।

কমল দুটো খবরই পরেছে। এধরনের খবরের সাথে মাঝেমাঝেই জড়াতে হয় তাকেও। সে যতটা সম্ভব আগেই জেনে রাখে। শান্তকে না জানিয়েই সে একটা নোটবুকে টুকে রাখে তেমন খবর পেলে। বিশেষ করে ঘটনার দিনতারিখ খুব কাজে লাগে তদনে-র সময়।

ঘটনাটা মনেমনে আরেকবার যাচাই করে কমল বলল, ‘হুঁ, বাসষ্ট্যান্ডে ট্রাংকের মধ্যে লাশ পাওয়া গেছে। মুখ চেনা যায় না। এটা কি সেই টাকা নিয়ে পালানো লোক ? সে যদি টাকা নিয়ে পালায় তাহলে তাকে আবার খুন করল কে ?’

শান্ত বলল, ‘আমি সেটা বলিনি। তুই মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখ।’

শান্ত অনেকবার অভিযোগ করেছে কমলের ধৈর্য্য কম বলে। নিজে কিছু চিন্তা না করেই প্রশ্ন করে বসে। এটা মোটেই ভাল লক্ষন না।

সে ভাবটাই আবার ফুটল ওর কথায়।

কমল বুঝানোর ভঙ্গিতে বলল, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। এই লোকটার লাশ পাওয়া গেছে বাসষ্ট্যান্ডে একটা ট্রাংকে। কেউ সেখানে ফেলে গেছে। মুখ ছুরি দিয়ে এমনভাবে কেটেছে যেন চেনা না যায় সেটা কে। এখন পর্যন্ত কেউ চিনতে পারেনি। এই তো-’

‘আরো লিখেছে। ডাক্তারের রিপোর্ট-’ ধরিয়ে দিল শান্ত।

‘লোকটা মারা গেছে বিষ খেয়ে।’

সেটাও মনে আছে কমলের।

শান্ত যেন অধৈর্য্য হয়ে উঠল এবার। বলল, ‘হ্যাঁ। আরে, এরপরও তোর মনে একটা প্রশ্ন এল না, আশ্চর্য্য! তুই কি ভাবলি লোকটা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল, তারপর কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে সেজন্য নিজের মুখ কেটে নষ্ট করল, তারপর ট্রাংকের ভেতর ঢুকল। ঢুকে ট্রাংকটা বাসষ্ট্যান্ডে রেখে দিল ?’

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কমল।

সেকি তাই বলেছে! এমন কথা কেউ বলে কখনো !! তাকে মনে করে কি ?

সে বলল, ‘অন্য কেউ খুন করেছে। সে কথা না, খুন তো প্রতিদিনই হয়, তুমি এর সাথে বিজ্ঞাপনের লোকটাকে জড়াচ্ছ কেন ? এই লোকের পরিচয় এখনও কেউ জানে না।’

শান্ত বলল, ‘একসময় জানবে। কালকের কাগজেই দেখতে পাবি। ইচ্ছে করলে থানায় খোঁজ করে এখনই জেনে নিতে পারিশ। দেখবি বিজ্ঞাপনে যাকে খুঁজছে এটা সেই লোক।’

‘তাহলে ?’

অবাক হয়ে তাকাল কমল। ৫০ হাজার টাকার পুরস্কারের ব্যাপার রয়েছে এরসাথে, ভোলেনি সে। অন্তত টাকার জন্য হলেও চেষ্টা করতে দোষ কি।

শান্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ওর দিকে। এরপর যা বলার তা কমলকেই বলতে হবে। সে আর কিছু বলবে না।

বাধ্য হয়ে একসময় মুখ খুলতে হল কমলকেই। উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বলল, ‘তাহলে, এই লোকটা, অফিসের ৫ লক্ষ টাকা, ক্যাশ নিয়ে পালাল। তারপর তাকে কেউ খুন করে সেই টাকা নিয়ে ভাগল।’

যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কমলের।

শান্ত বলল, ‘না। আরো বিষয় আছে। যদি শুধুমাত্র টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করে তাহলে তার মুখ কাটতে যাবে কেন ? আর ডাকাত বা ছিনতাইকারী কি বিষ দিয়ে কাউকে মারে ? নাকি মরলে তার লাশ নিয়ে মাথা ঘামায় ?’

আরেকবার পুরো বিষয়টা যাচাই করল কমল। পুরোটাই পেঁচালো মনে হচ্ছে এখন তার কাছে। শান্ত বিনা কারনে অনুমান করে কথা বলে না এ প্রমান সে পেয়েছে বহুবার। সে যদি বলে নিখোঁজ লোকটা আর বাসষ্ট্যান্ডে পাওয়া লাশ একই ব্যক্তির তাহলে সেটা কারন আছে বলেই বলেছে। তাকে দিয়ে বলাচ্ছে। কিছু ঠিক করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল সে।

'প্যাঁচের ভেতরে প্যাঁচ।' একসময় হতাসভাবে বলল সে।

শান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'জিলাপির কয়টা প্যাঁচ জানিস ?'

কমল ততটাই নিরাশক্ত তাতে। সে বলল, 'সবাই বলে আড়াই প্যাঁচ।'

'খাওয়ার সময় গুনে দেখিসনি ?'

কমল বলল, 'না। খেতে ভাল লাগে। খেয়ে ফেলেছি। প্যাঁচ বেশী থাকলেই ভাল, বেশী মজা।'

ইচ্ছে করেই অন্যদিকে জোর দিল কমল। শান্ত যদি কথা সরাসরি না বলে তাহলে সে বলবে কেন?

শান্ত বলল, 'আচ্ছা, এবার দেখে নিস। এটা যদি জিলাপির মত আড়াই প্যাঁচ হয় তাহলে ভালভাবে দুটো প্যাঁচ দিয়েছে, তারপর বাকি অর্ধেকটা দিয়ে প্যাঁচগুলো জোড়া দিয়েছে। জিলাপী যেমন হয়-'

তারমানে রহস্য কোথায় সেটা ভালভাবেই জানে, ভাবল কমল। সরাসরি বলছে না। তাকে বাজাচ্ছে। সে গেল অন্য কথায়। কথা সেও বলতে জানে। সে বলল, 'ও, এটা ভেবে বের করতে পুলিশের মাথার চুল উঠে যাবে।'

শান্ত হেসে ফেলল ওর বলার ভঙ্গি দেখে। বলল, 'যাহ্, তুই টাকমাথা পুলিশ দেখেছিস কখনো? টাক পরার ভয়ে ওরা চিন্তাই করে না। চুলও রাখে ছোট ছোট।'

'আচ্ছা, সেকথা থাক।'

ভাল করে নড়েচড়ে বসল কমল। এবার সরাসরি প্রশ্ন করল সে, 'এই লোককে খুন করেছে কে তুমি জান ?'

শান্ত বলল, 'না। শুধু জানি খোঁজাখুঁজি করার যায়গা খুব ছোট।'

কমল বলল, 'তাহলে তাকে খুঁজে দাও।'

অবাক চোখে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল শান্ত। কমল অপেক্ষা করছে।

শান্ত বলল, 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। কথা আছে- জানিস ?'

'শুনেছি।'

নির্লিপ্ত উত্তর দিল কমল।

কিসের মধ্যে কি? কি বলতে চায় শান্ত ? একবার ভাবল কমল। অপেক্ষা করছে সে। বিষয়টা কোনদিকে গড়ায় দেখা যাক।

শান্ত বলল, ‘তোর অবস্থা হয়েছে সেইরকম। কোথায় কে কি অপরাধ করল, না কি করল সব কিছুর মধ্যে নাক গলাতে হবে। কেন ? এটা পুলিশের কাজ, পুলিশই করতে পারবে।’

‘সঙ্গ দোষ বললে কেন?’ একটু একটু যেন বুঝতে পারছে কমল।

‘জানিস না ? আচ্ছা, আর বলব না। চল কোথাও ঘুরে আসি।’ সাথেসাথে কথা ঘুরাল শান্ত।

কমল বুঝে গেছে কথার অর্থ। ওর অতি আগ্রহই এর কারন। নিজে থেকে খোঁজ নেয়ার কথা বলেছে।

কিন্তু সেটা বলা কি অন্যায় হয়েছে? পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয়টা তো রয়েছে। পুরস্কারের টাকার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না কমল। যদি সেটা পাওয়াই যায় তাতে ক্ষতি কি? এমন তো না যে কারো দান নিচ্ছে। রীতিমত কাজ করে বাহাদুরীর পুরস্কার।

আপাতত বাইরে ঘুরে আসা যাক। পরে প্রয়োজন হলে আবার এপ্রসংগে ফেরা যাবে, মনেমনে ঠিক করে নিল কমল। উঠে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। তক্ষুনি টেলিফোন বাজল। থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাল কমল। শান্ত বসেই আছে, ওঠার লক্ষন নেই।

তাকেই এগিয়ে যেতে হল। ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে লুবনার কণ্ঠ শোনা গেল।

‘হ্যালো, আমি লুবনা।’

‘আমি কমল।’

‘ও, কমল, আজকের কাগজটা দেখেছ ?’ লুবনার কণ্ঠে পরিস্কার উত্তেজনা।

‘কোন খবর ?’

‘একজনের লাশ পাওয়া গেছে। টিনের ট্রাংকে-’

‘হ্যাঁ।’

‘লোকটাকে আমি চিনি।’

‘ও।’

চমকে উঠল কমল।

লুবনা সময় নিচ্ছে। কথা গুছিয়ে নিচ্ছে হয়ত। এমনিতে কথা বলতে কখনো আটকায় না লুবনার। সবকথা যেন তৈরীই থাকে। এখন সময় নিচ্ছে কেন? ওর কি ঘনিষ্ঠ কেউ? বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে শুরু করল কমলের।

রিসিভারটা কানে ধরে অপেক্ষা করছে সে। লুবনা আরো কিছু বলবে, সে নিশ্চিত। নাহলে এভাবে ফোন করে সরাসরি এই কথায় যেত না।

'আমি থানায় যাব। তোমরা যেতে পারবে?' একটু পর বলল লুবনা।

'ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করি ?' বলল কমল।

'হ্যাঁ।'

কমল মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে শান্তর দিকে ঘুরল। শান্ত মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছিল। ওপাশের ব্যক্তি কে বুঝেছে নিশ্চয়ই। আলাপের বিষয়টাও যে স্বাভাবিক না সেটাও বুঝেছে। এখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কমল বলল, 'বাসষ্ট্যান্ডে যে লোকটার লাশ পাওয়া গেছে সে লুবনা আপার পরিচিত। লুবনা আপা থানায় যাচ্ছে। যাবে ?'

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল কমল।

শান্ত ভ্রু কোঁচকাল। এখনই সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। দেরী না করে মাথা নেড়ে সায় দিল।

কমল ফোনে মুখ রাখল, 'হ্যাঁ, যেতে পারবে।'

লুবনা বলল, 'আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। আধ ঘন্টার মধ্যে পৌছে যাব তোমাদের বাসায়। ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

কমল ফোন রেখে এসে বসল।

'আধঘন্টার মধ্যে এসে পরবে।' জানিয়ে দিল শান্তকে।

শান্ত কিছুক্ষন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে পরিসি'তি কতটা মোড় নিল সেটাই ভাবল। সে মোটেই আশা করেনি এমন ঘটনার।

'তোর কথাই ঠিক হল তাহলে ?' অবশেষে বলল সে, 'এর মধ্যে জড়াতে হবে-'

'তুমি শুধু শুধু ঠাট্টা করলে-'

এবার কমলের হাত দেখানোর পালা। বলেই নিজেকে সামলে নিল কমল। অন্য যায়গায় খুনের তদন্ত সে দেখেছে অনেকবার। এবারের বিষয়টা পরিচিত একজনের। এখনো সে জানে না তার সাথে লুবনার সম্পর্ক কি।

থানায় যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে লুবনার ইন্টারভিউ নিল কমল। তার এবং শান্তর জানা দরকার যতটা জানা সম্ভব।

‘আপনার কিরকম পরিচিত ?’ জিজ্ঞেস করল কমল।

‘একবার আমার ব্যাগ হারিয়েছিল। ওই লোকটা পৌছে দিয়েছিল বাড়িতে।’

কমল প্রশ্ন চালিয়ে গেল, ‘কি ছিল ওতে?’

সে লক্ষ্য করেছে শান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে দুজনের কথা। এ সম্পর্কিত যে কোন তথ্যই কাজে লাগবে গোয়েন্দার।

লুবনা বলল, ‘অনেক কিছু। কাগজপত্র, পাশপোর্ট, টাকা, ডলার। পাওয়ার পর ঠিকানা দেখে দিয়ে গেছে। তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে ওর সাথে। কোন দরকার থাকলে ওকে ফোন করলেই কাজ করে দিত। ওদের মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসা। মতিঝিলে।’

‘কাগজে ওর পরিচয় তো দেয়নি।’ এবারে প্রশ্ন করল শান্ত।

লুবনা গাড়ি চালাতে চালাতেই পিছনে তাকাতে চেষ্টা করল। হঠাৎ করে সামনে একটা রিক্সা এসে পরায় সে সুযোগ পেল না। কোনমতে সংঘর্ষ এড়িয়ে সামনে এগোল। সাবধানে রাস্তার দিকে নজর রেখে গাড়ি চালাতে থাকল।

‘কাগজে লিখেছে নিহত লোকটার পরিচয় পাওয়া যায়নি।’ প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করল শান্ত।

লুবনা বলল, ‘ওটা পুরানো খবর। ওর সাথে আরেকজন লোক থাকে। সে সকালে চিনেছে। ওই ফোন করেছে।’

‘সেই লোক কোথায় ?’ জানতে চাইল সে।

লুবনা বলল, ‘পুলিশ ওকে থানায় আটকে রেখেছে। সেজন্যই খবর দিয়েছে। বলল - সাহায্য করার কেউ নেই।’

কিছুটা হলেও হাঁফ ছাড়ল কমলের। নিহত লোকটা লুবনার আত্মীয় বা এইজাতিয় কিছু না। একজনকে থানায় আটকে রেখেছে আর সে ফোন করে সাহায্য চেয়েছে লুবনার কাছে। এজন্যই সে থানায় রওনা হয়েছে। মোড় ঘুরল গাড়ি। আর কিছুদুর গেলেই থানা। সোজা সেদিকেই এগিয়ে গেল লুবনার গাড়ি।

একসময় কমলের ধারনা ছিল মানুষের থানায় যাওয়া প্রয়োজন হলে যে কোন থানায় গেলেই চলে। এখন সে জেনেছে এদের নিয়ম কানুন অনেক। একজন এক থানার এলাকায় খুন হলে সেই থানা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে, অন্য থানা সেটা দেখতে যাবে না। দেখেশুনে অনেক সময় কমলের মনে হয়েছে যদি একজন খুন হয় সবুজবাগে, যার বাড়ি তেজগায়, খুনির ঠিকানা জানা যায় মীরপুর আর সে বসে আছে বনানীতে তাহলে ওদের কে কি করবে?

সৌভাগ্যজনকভাবে অন্যান্যবারের মত এবারো ওদেরকে আসতে হল ওসমানের কাছে। লাশটা পাওয়া গেছে তার এলাকায়।

সব থানায় একজন করে ওসমান থাকলে বেশ হয়, মনে হল কমলের।

ওসমানের কাছে আসতে আসতে পরিচিত হয়ে গেছে ওরা থানায়। বাইরে দাঁড়ানো পুলিশও ওদের দেখে হাসল। সেও জানে এখন খুব জরুরী কেউ নাহলে বাইরে বসিয়ে রাখতে হবে। এরা না যাওয়া পর্যন্ত।

চেয়ারে বসেই লুবনা অভিযোগ করল লোকটাকে আটকে রাখার জন্য। যে খুন হয়েছে এই লোক তার পরিবারের। এমনিতেই বেচারী শোকের মধ্যে আছে, তার ওপর তাকে থানায় আটকে রাখা হবে কেন ?

ওসমান হাসিহাসি মুখ করে তার কথা শুনল। তারপর বলল, ‘আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের কিছু ধরন আছে। অন্য দেশের মত যদি চলতে বলেন তাহলে আমরা কোন কাজই করতে পারব না।’

ওসমানও জানে লুবনার বিদেশে পড়াশোনার কথা। ইউরোপের পুলিশের সাথে এদেশের পুলিশের তুলনা করলে অনেক বিষয়ই বেমানান মনে হবে।

‘কিন্তু এই লোকটার দোষ কোথায় ?’ অধৈর্য্য হল লুবনা।

ওসমান বলল, ‘আমি বলছি না এই লোকের দোষ আছে। কিন্তু সে একটা সুত্র তো বটে। তাকে হাতছাড়া করলে তদনে- সমস্যা হবে।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’ আলাপে ঢুকল শান্ত, ‘লোকটা যদি থানায় কদিন থাকে তাতে আমি আপত্তি করব না, কিন্তু মারধর যেন না করা হয় সেটা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। এই লোক যদি অপরাধী হত তাহলে নিজে থেকে থানায় আসত না, পালানোর সুযোগ খুঁজত। তাই না ?’

ওসমান বলল, ‘ঠিক। এখানে টাকা চুরির একটি বিষয় রয়েছে। টাকাগুলো উদ্ধার করা জরুরী। ওর কাছে কোন তথ্য থাকতে পারে।’

শান্ত অপলক তাকিয়ে থাকল ওসমানের দিকে।

সত্যিই পুলিশ কত বোকা তাই ভাবছে, মনে মনে বলল কমল।

তাকে সমর্থন করল শান্তর পরবর্তী প্রশ্ন, ‘টাকাগুলো কি তার কাছে আশা করছেন ?’

ওসমান দায়সারা ভাবে বলল, ‘কারো কাছে তো আছে!’

শান্ত বলল, ‘দেখুন, আমি বিষয়টা যতদুর জেনেছি, ৫ লক্ষ টাকা চুরি, এই লোকটার চুরি করার কথা, সবটাই সেই অফিসের দেয়া তথ্য। সেগুলো যাচাই করে দেখলে হত না ?’

কথা বুঝতে একটু সময় লাগল ওসমানের। বুঝে অবাক হল ওসমান, ‘ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা। আপনি বলছেন এইলোক চোর নাও হতে পারে। চুরি অন্য কেউ করেছে।’

গোয়েন্দাদের কাজই সহজ কাজকে জটিল করা। করে তাদের কেরামতি দেখানো।

শান্ত বলল, ‘আমি কিছুই ধরে নিচ্ছি না। শুরু থেকেই যাচাই করে নিতে চাইছি। প্রথমত ৫ লক্ষ টাকা চুরি হল কিভাবে, যদি হয়ে থাকে। তারপর এই লোক করেছে সেটা নিশ্চিত করল কে এবং কিভাবে? কয়েকটা বিষয়ে আমার হিসেব মিলছে না। এই খুনটা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করা। একজনকে খুন করা, খুন করে লাশ ঢুকানোর জন্য ট্রাংক জোগাড় করা, মুখ কাটা, ধরা না পরে লাশ সুবিধেজনক যায়গায় ফেলে আসা এগুলো হঠাৎ করে করা যায় না। সে হিসেবে চুরির ঘটনার পর এত অল্প সময়ে এত পরিকল্পিত খুন হয়েছে সেটাও মেনে নেয়া যায় না। সেক্ষেত্রে যা ধরে নিতে হয় তা হচ্ছে অবশ্যই খুনী আগে থেকে চুরির বিষয়টি জানত। আমি বলতে চাইছি, যদি চুরি হয়েই থাকে তাহলে চুরির আগেই সে জানত চুরি হবে।’

হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওসমান।

সে কেসটা মোটামুটি গুছিয়ে এনেছিল। যে পাঁচ লক্ষ টাকা চুরি করেছে কেউ তাকে খুন করে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। চোরকে পাওয়া গেছে। এখন প্রয়োজন সেই খুনিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। টাকাগুলোর খোঁজ করা। এর বাইরে আর কি করার থাকতে পারে।

এখন সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। তার সামনে বসে যে কথা বলছে তার যুক্তিকেও অবহেলা করা যাচ্ছে না।

শান্তকে ভালভাবেই চেনে সে। মাথা ঠান্ডা রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করল ওসমান। যতটা সম্ভব কন্ঠ স্বাভাবিক করে বলল, ‘বিষয়টা অনেক জটিল করে ফেললেন। চুরি হয়েছে কি-না এটাও কি তদন্ত করতে হবে ?’

শান্ত হেসে আস্বস- করল তাকে, ‘ভয় পাবেন না। আমার যতদুর করার আছে আমি করব। আপাতত সাধ্যের মধ্যে একটা কাজ করতে হবে।’

‘হু।’

শান্ত বলল, ‘লোকটা তো এখানেই আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জেরা করেছেন। আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।’

একটু সময় নিয়ে ভাবল ওসমান। তারপর বাধ্য হয়েই যেন রাজী হল সে।

‘বেশ।’

দরজার দিকে তাকাল ওসমান। বাইরে একজন পুলিশকে দেখা যাচ্ছে। এদিকেই চেয়ে আছে। তাকে ইঙ্গিত করায় ঘরে এসে ঢুকল। বলল হাজতে রাখা লোককে এনে হাজির করতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারসাথে একজন যুবক এসে ঘরে ঢুকল। একেবারে মলিন চেহারা। মনেহয় ষ্টাইল করে লম্বা চুল রেখেছিল, সেটাই এখন ওর চেহারাকে আরো উদভ্রান্ত করে তুলেছে। ঘরে ঢুকে বসে থাকা সবাইকে দেখল একে একে। তারপর হাউমাউ করে উঠল লুবনার দিকে তাকিয়ে। বোঝা গেল একেই সে চেনে এখানে।

‘আমার কোন দোষ নাই আপা। আমারে আটকাইয়া রাখছে। আমারে মারছে। আমি কিচ্ছু জানি না ।’

লুবনা বিরক্তভাবে একবার তারদিকে একবার ওসমানের দিকে তাকাল। ওসমান তাকে আটকে রেখেছে সেটা ঠিক আছে, মারধরও করেছে। সম্ভবত প্রশ্ন করে কথা বের করার চেষ্টা করেছে।

ওসমান চোখ ফিরিয়ে নিল। সে যা বলেছে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। লুবনা যুবকের দিকে তাকাল। গলা নরম করে শান্তনা দিল তাকে, ‘তোমার কোন ভয় নেই। অন্যায় না করলে তোমার কিছু হবে না। উনি যা বলেন শোন্ত’

শান্তকে কথা বলার সুযোগ করে দিল লুবনা।

শান্ত সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে। কমলের মনে হল যুবকের কথাবার্তায় অবিশ্বাস করার মত কিছু আছে কিনা সেটাই নিশ্চিত হচ্ছে।

‘নাম কি তোমার ?’ সোজা যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে যতটা সম্ভব মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

আন্তরিকতা টের পেল যুবকও। মনে হচ্ছে এর ওপর নির্ভর করা যায়। এই লোকের কথা বলার ধরন মোটেই পুলিশের মত না। আর বোঝা যাচ্ছে বেশ ক্ষমতা আছে এর হাতে। সামনের অফিসার কিছু বলছে না। একটু সময় নিল সে সামলে নিতে। গলা স্বাভাবিক করল। তারপর যতটা সম্ভব গুছিয়ে উত্তর দিতে শুরু করল।

‘জ্বে, আমার নাম রিয়াজ, রিয়াজ আলী।’

‘তুমি রমজান আলীর সাথে থাকো ?’

‘জ্বী।’

‘কি কর ?’

রিয়াজ নামের যুবকটি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল কিছুক্ষন। সবাই তারদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। লজ্জা পাচ্ছে সে উত্তর দিতে, ভাবল কমল। হয়ত উল্লেখ করার মত ভাল কাজ করে না।

একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল সে, ‘কাম খুঁজতাছি।’

‘খরচ চালায় কে ?’

‘রমজান ভাই।’

‘রমজানকে শেষ কখন দেখেছ?’

‘পরশুদিন সন্ধ্যায়।’

‘তারপর কি কি হয়েছে বল তো। যা যা হয়েছে মনে করে পরপর বল।’

মনেমনে বিষয়টা গুছিয়ে নিল রিয়াজ আলী। তারপর যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলার চেষ্টা করল সে, ‘অফিস থিকা আইসা কইল রাইতে খাইব না। দাওয়াত আছে সেখানে খাইব। কইয়া বাইরে গেল। রাইতে ঘরে আসে নাই, সারাদিন আসে নাই। আইজ সক্কালে-’

হঠাৎ করেই কথা থামাল সে। খুনের কথা মনে পরেছে। থেমে চুপ করে থাকল।

‘সকালে কি ?’ আবার জিজ্ঞেস করতে হল শান্তকে।

রিয়াজ বলল, ‘বাড়িআলা কইল থানায় যাও, আইলাম। তারপর মর্গে গিয়া দ্যাখলাম।’

‘ঠিক চিনেছ তো?’

রিয়াজ একবার শান্তর মুখের দিকে তাকাল। তারপরই মাথা নিচু করল, ‘চিনমু না। এতদিন ধইরা দ্যাখতাছি।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘হুঁ। তার কারো সাথে গন্ডগোল আছে কিনা জান ? যে খুন করতে পারে। . . তোমাকে কখনো কিছু বলেছে ?’

রিয়াজ বলল, ‘না স্যার। হ্যার মত ভাল মানুষ হয় না।’

শান্ত বলল, ‘পরশুদিন সন্ধ্যায় যখন দেখেছ তখন কি হাসিখুশি ছিল না চিন্তা করছিল?’

রিয়াজ উত্তর দিল, ‘আমার লগে হাইসা কথা কইল। কোথায় জানি দাওয়াত। কইল তরে নিতে পারুম না, তুই হোটেলে খা। আমারে বিরানী খাওয়ার টাকা দিল।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘দাওয়াত কোথায় সেটা জান ?’

রিয়াজ উত্তর দিল, ‘কলাবাগানে, কার জানি বাড়ি।’

একমুহূর্ত থেমে শান্ত আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কার বাড়ি সেটা জান না ?’

‘জ্বী না।’

‘কেউ দেখা করতে এসেছিল এরমধ্যে,সেদিন কিংবা তার দুএকদিন আগে?’

রিয়াজ আলী সময় নিল উত্তর দিতে। কে কে এসেছিল তাদের কথা চিন্তা করল। তারপর মাথা নাড়ল, ‘না স্যার। আমাগো বাড়িতে কেউ আসে না। মাঝে মাঝে বাড়িআলা আসে। আর কেউ আসে না।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। ভয় পেয় না। তোমার কিছু হবে না।’ কথা শেষ করল শান্ত।

রিয়াজ আলী আড়চোখে লুবনার দিকে তাকাল। তার কথা যেন ভুলে না যায়।

ওসমান ইঙ্গিত করায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ তাকে নিয়ে গেল।

‘এর বাড়ির ঠিকানা জানেন নিশ্চয়ই।’ ওসমানকে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

ওসমান জানাল, ‘সার্চ করা হয়েছে। ব্যবহারের জিনিষপত্র ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।’

শান্ত বলল, ‘ঠিক। আমার মনে হয় সে কোথায় দাওয়াত খেতে গিয়েছিল সেটা জানা জরুরী। ওর মৃত্যুর কারন তো বিষ, তাই না ?’

ওসমান বলল, ‘হ্যাঁ।’

শান্ত বলল, ‘গত পরশূ ও বাড়িতে খায়নি। রাতে ফেরেনি। বাড়িঅলা কিংবা প্রতিবেশীরা নিশ্চিত করতে পারবে ছেলেটা সত্যি বলেছে কি-না। আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে। সেক্ষেত্রে যেখানে দাওয়াত খেয়েছে সেখানে বিষ দেয়া হতে পারে। কি বিষ জানাতে পারেন ?’

ওসমান মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সে মাথা নাড়ল।

‘নাম মনে নেই, রিপোর্টে লেখা আছে। সাধারন বিষ না। মারাত্মক কিছু। সাথে সাথে মারা গেছে।’

শান্ত বলল, ‘রমজানের অফিসের লোকজনের সাথে একটু কথা বলা দরকার। তারা কোন তথ্য দিতে পারে। অন্তত কলাবাগানে কার বাড়ি আছে সেটা জানা যেতে পারে। হ্যাঁ ভাল কথা, যে ট্রাংকে পাওয়া গেছে লাশটা, সেটা থেকে কিছু জানা গেছে?’

‘নতুন কেনা। নাম লেখা নেই।’

‘নিশ্চয়ই বেশ বড়।’

‘হ্যাঁ।’

‘সেটা খুব সহজে চোখে পরার কথা। ওখানে রাখার সময় নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দেখেছে। কেউ কিছু বলতে পারছে না ?’

‘বাসষ্ট্যান্ডে অনেকেই এধরনের লাগেজ নিয়ে আসে। ওদের লোকজন কোন সন্দেহ করেনি। রাতের শেষ বাসটা যাওয়ার সময় ওরা লক্ষ্য করে ট্রাংকটা। ওদের একজন বলেছে একটা জিপ এসে ওটা রেখেছে। তাকে ধরে নামাতে বলেছিল, সেজন্য বিশ টাকা দিয়েছে ওকে। রাত দশ’টা-

সাড়ে দশ'টার দিকে। গাড়িতে সাথে স্বাস্থ্যবান একজন লোক ছিল। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। চোখে কালো চশমা।'

'কালো চশমা ? রাতের বেলা ?'

'তাইতো বলল।'

'হুঁ, অদ্ভুত।'

চোখ কুঁচকে চেয়ে থাকল ওসমান। রাতের বেলা কালো চশমা হলেই অদ্ভুত হবে কেন? চোখের সমস্যাও তো হতে পারে।

শান্ত বলল, 'রমজানের অফিসে একটু যাওয়া দরকার।'

ওসমান জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা যাবেন ? আমি একবার কথা বলেছি ওদের সাথে।'

শান্ত বলল, 'আরেকবার বললে বোধহয় আপত্তি করবে না। ওদের অফিস নিশ্চয়ই চালু আছে।'

ওসমান বলল, 'তা আছে। আপনার কি নিজেরাই যাবেন ?'

শান্তর ইঙ্গিত বোঝেনি। তাকে সরাসরিই বলতে হল, 'আপনি সাথে থাকলে ভাল হয়।'

একটু সময় নিল ওসমান। তার অন্য কাজগুলোর কথা ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

কমল এরমধ্যেই জেনে নিয়েছে ওসমানের কাজের ধরন। কোন তদনে-র কাজে জড়ালে সে বাইরে যেতেই পারে। তাকে সবসময় থানায় বসে থাকতে হয় না।

'একটু চা খেয়ে নিই।' বলল ওসমান।

আপত্তি নেই অন্যদেরও। এখনও চা দেয়নি সম্ভবত জেরা চলছিল বলেই। এবার মুহুর্তের মধ্যেই চা আর বিস্কুট এসে হাজির হল।

রমজানের অফিস মতিঝিলে, আগেই জানিয়েছে লুবনা। মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবসা। পুরনো ছয়তলা বিল্ডিংএর দোতলায় দুটো ঘর। রাস্তা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত লম্বা গলির মত রাস্তা। একেবারে অন্ধকার। বিল্ডিংএর ভেতরেও দিনের বেলা অন্ধকার হয়ে থাকে। বারান্দায় আলো জ্বেলে রাখতে হয় সবসময়। সিড়ি দিয়ে উঠে বামদিকে ঘুরলে শেষ মাথায় এই অফিসটা।

কমলের মনে হল এই বিল্ডিংয়ে অন্তত কয়েক ডজন অফিস রয়েছে এটার মত।

দুই ঘরের অফিসের বাইরের ঘরে মুল কাজ হয়। কয়েকটা চেয়ার পাতা ক্লায়েন্টের বসার জন্য। একটা কাঁচের দেয়াল বুক সমান উচু, তার পিছনে আরো দুজনের বসার যায়গা। লেনদেন হয় কাঁচের মধ্যে গোল করে কাটা যায়গা দিয়ে। অনেকটা ব্যাংকের মত। এই ঘরের মধ্যে দিয়েই ভেতরের ঘরে যেতে হয়।

ভেতরের ঘরে প্রতিষ্ঠানের মালিক বসে। বিশেষ কিছু ক্লায়েন্ট সেখানেও আসে, অনুমান করল কমল বসার ব্যবস্থা দেখে। সেখানেই এখন বসে আছে ওসমান, শান্ত, কমল, লুবনা। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের মালিক বসে রয়েছে তার বিশাল বাদামী রঙের ঘুরানো চেয়ারে। তার সামনে বড় টেবিল, ওপরে কাঁচ দেয়া। কাঁচের নিচে এলামেলোভাবে অসংখ্য নেমকার্ড রাখা। দেখে কমলের মনে হল দরকারী একটা কার্ড খুঁজে বের করতে অন্তত ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। তারপরও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল ওরা। ঘরে ষ্টিলের ক্যাবিনেট, কাঠের আলমারী, সেলফ। সেলফে রাজ্যের ফাইল এলামেলোভাবে রাখা। এছাড়া ঘরে রয়েছে মালিকের সামনে বড় টেবিল, আর কয়েকটা চেয়ার। এতেই ঘর ভরে গেছে।

ঘর দেখার পর ঘরের মালিককে লক্ষ্য করল কমল। মোটাসোটা, রঙ কালো। পেটমোটা। টাকাপয়সাঅলা মানুষের সব লক্ষনই বর্তমান। অল্প টাকা থেকে বেশী টাকার মালিক হলে এমনটাই হয়, শুনেছে সে। বিশেষ করে ভুড়ি, মুখের ভঙ্গি, চোখের নিচে দাগ এগুলি তো বটেই। টাকার সাথে টাকের সম্পর্ক আছে কিনা নিশ্চিত না সে। এই লোকের টাক-টাকা দুইই আছে দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারগুলো ভাগাভাগি করে বসে পরিচিতিপর্ব সেরে নিল ওরা। তারপর কাজের কথায় গেল।

'টাকাগুলো কোথায় ছিল ?' জানতে চাইল শান্ত।

'এর মধ্যে।' হাত দিয়ে তার বামদিকে ষ্টিলের ক্যাবিনেট দেখালেন তিনি।

তার গলারস্বরেও নব্যধনীর চিহ্ন দেখল কমল। প্রতিটি মুহুর্তে বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। তার সামনে শান্ত, এমনকি ওসমানকেও কিছু মনে করছে না। তারা যেন তাকে বিরক্ত করতে এসেছে।

এই ধরনটা শান্ত একেবারেই সহ্য করে না। মনেমনে বলল সে। শান্তর মুখে বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। বরং স্বাভাবিকের চেয়েও যেন বেশি আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

রীতিমত সহানুভূতি দেখিয়ে শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘অনেকগুলো টাকা। এখানে কি সবসময়ই এত টাকা থাকে ?’

তিনি বললেন, ‘তা থাকে। আমাদের নগদ টাকার কাজ, অনেক সময়ই অনেক বেশী টাকার লেনদেন করতে হয়।’

শান্ত বলল, ‘টাকা হ্যান্ডল করে কে ?’

তিনি বললেন, ‘আমি থাকলে আমি করি, নাহলে ম্যানেজার করে। ম্যানেজার খুব বিশ্বাসী। অনেকদিন থেকে আছে।’

বুঝাতে চাইছেন ম্যানেজার টাকা হারানোর সাথে জড়িত নেই। শান্তর মুখভঙ্গি তার বক্তব্যকে আরো প্রকট করে তুলল। ভ্রু কুঁচকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করে যেতে লাগল, ‘টাকা হারানোর ঘটনা তো গত পরশুর।’

‘হ্যাঁ।’

‘কখন জানা গেল ?’

তিনি বললেন, ‘গতকাল সকালে। অফিস খুলে দেখা গেছে ক্যাবিনেট খোলা। ভেতরে টাকা নেই।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘যা ছিল তার পুরোটাই কি হারিয়েছে ?’

তিনি বললেন, ‘না, কিছু ফরেন কারেন্সি ছিল, ওগুলো আছে।’

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘অফিস খুলেছে কে ?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘ম্যানেজার। ওর কাছে চাবি আছে। আরেকটা আমার কাছে। অবশ্য সেলিম, মানে কাউন্টারে যে বসে সে আগেই এসে বাইরে অপেক্ষা করছিল।’

শান্ত বলল, ‘অন্য কোন কিছু তো হারায়নি।’

‘না।’

‘আগের দিন অফিস বন্ধ হয় কটায়?’

‘সন্ধ্যায়, সাড়ে ছটা-সাতটা হবে। এর পর খুব একটা লেনদেন হয় না। আমি ছিলাম না। ম্যানেজারের কাজ ছিল। সেজন্য একটু আগেই বন্ধ হয়েছে।’

‘কে কে ছিল ?’

‘ম্যানেজার আর রমজান।’

‘রমজান কি করত এখানে?’

‘ও আর সেলিম কাউন্টারে বসত।’

‘খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে রমজানের নামে। সে চুরি করেছে এটা নিশ্চিত হলেন কিভাবে?’

বিরক্তির পরিমান আরো বাড়ল। তিনি বেশ দক্ষতার সাথে সেটা প্রকাশ করলেন মুখভঙ্গিতে। শান্তকে এত কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত নন তিনি। রীতিমত মতিঝিলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করতে হয়।

সাথে পুলিশ অফিসার রয়েছে এজন্যই যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে শান্তর প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি। বললেন, ‘ম্যানেজার বলল পরশু অফিস বন্ধ করার সময় ও একটু বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে রমজান ততক্ষনে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ও আর খুলে চেক করেনি। অন্য কারো পক্ষে চুরি করা কিভাবে সম্ভব ? অন্য কেউ তালা খোলেনি। চাবি আমাদের দুজনের কাছে।’

শান্ত বলল, ‘আচ্ছা, আমি ম্যানেজার এবং সেলিম, দুজনের সাথেই একটু কথা বলব। আগে ম্যানেজার।’

কথা বলতে বলতে ওসমানের দিকে তাকাল শান্ত। ওসমান মালিকের দিকে তাকাল। তারসাথে আলাপ শেষ যেন বুঝিয়ে দিল চোখের চাহনিতেই। সেটা বুঝতে না পারায় মুখেই বলতে হল।

‘আপনাকে একটু ওপাশে বসতে হবে।’ জানাল ওসমান।

তিনি আরেকবার শান্ত এবং ওসমানের দিকে দৃষ্টি বোলালেন। তারপর থামলেন ওসমানের দিকে। বললেন, ‘আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করেছি। প্রয়োজন হলে আরো খরচ করতেও আপত্তি নেই। একটু ভালভাবে দেখবেন।’

বলে আরেকবার শান্তর দিকে তাকিয়ে উঠে বাইরের ঘরে চলে গেলেন। কমলের একবার মনে হল এভাবেই হয়ত ঘুসের প্রস্তাব দেয় লোকে।

একটু পরেই ম্যানেজার ঢুকলেন। চল্লিশের ওপর বয়স, একটু মোটাসোটা, তবে মালিকের চেয়ে কম। আনুপাতিক হারে ঠিকই আছে, মনেমনে বলল কমল। পদবীতে মালিকের নিচে। এর টাকা পয়সাও নিশ্চয়ই মালিকের চেয়ে কম।

ওরা যখন অফিসে ঢোকে তখন তিনি বাইরের ঘরে ছিলেন না।

ম্যানেজার ঘরে ঢুকেই লুবনার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। মনে হল চিনতে পেরেছেন। লুবনাকে সে দেখেছে এই অফিসে। এই চেহারা একবার দেখলে ভোলা যায় না।

মনেহয় পুলিশের সাথে তাকে দেখবেন আশা করেননি।

এরপর কমলের দিকে তাকালেন। কমলও তাকাল তার দিকে। তার মনে হল ওসমানের সাথে শান্ত, লুবনা এবং তার যোগাযোগ কিভাবে সেটা ভাবাচ্ছে তাকে।

ম্যানেজার বসলেন মালিকের চেয়ারে। এর মর্যাদা মালিকের কাছাকাছি, বুঝে গেল কমল।

‘হ্যাঁ, বলুন কি করতে পারি ?’ বসে সামনের দিকে ঝুঁকে বেশ হাসিমুখেই জানতে চাইলেন তিনি।

‘গতকাল সকালে তো আপনি অফিস খুলেছিলেন ?’ সরাসরি প্রশ্ন করল শান্ত।

‘হ্যাঁ, প্রতিদিনই আমাকে খুলতে হয়।’

দাঁত দেখা যাচ্ছে ম্যানেজারের। সবসময়ই হাঁসছে। অভ্যাসে পরিনত করেছে এটাকে।

‘ঢুকেই জানলেন চুরির ঘটনাটা ?’

‘না। একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল ডলার বদল করতে। সেজন্য টাকা দরকার হয়েছিল। এসে দেখি এটা খোলা।’

মাথা ঘুরিয়ে ক্যাবিনেট দেখালেন। মালিকের মত হাত বাড়ালেন না।

‘অফিস খোলার কতক্ষন পর ?’

‘আধঘন্টা হবে।’

‘সেটাই কি প্রথম ক্লায়েন্ট ?’

‘না। অল্প টাকার লেনদেন হলে ওদিক থেকেই সারতে পারি। ওদিকে একটা পেটিক্যাশ রয়েছে।’

‘সেটা কে দেখাশোনা করে ?’

‘আমি।’

‘গত পরশু অফিস বন্ধ করার সময় আপনি আর রমজান ছিলেন?’

‘হ্যাঁ। আমি ওকে বললাম সবকিছু বন্ধ কর, আমি চায়ের দোকানে টাকা দিয়ে আসি। ওখান থেকে বাকি নেয়া হয় সারাদিনে। রাতে একবারে পে করি। এসে দেখি ও সব তালা লাগিয়ে দিয়েছে। চাবিটা আমার হাতে দিল, আমি চলে গেলাম।’

শান্ত প্রশ্নটা করল সরাসরি ‘আপনার কি মনে হয় ও-ই টাকা নিয়েছে ?’

থতমত খেলেন তিনি। বেশ সময় নিলেন উত্তর দিতে। বললেন, ‘আর কে নেবে বলুন ? সকালে এসে দেখা গেল টাকা নেই। ওর আসার কথা, ওরও কোন খোঁজ নেই। রাতে কেউ তালা খোলেনি-’

‘অফিস থেকে আপনি বাসায় গেলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাসা কোথায় ?’

‘বসিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান।’

চমকে উঠল লুবনা এবং কমল। এরই বাসা কলাবাগান? এখানেই দাওয়াত খাওয়ার কথা বলে গিয়েছিল রমজান।

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘যাওয়ার সময় ওর সাথে কোন কথা হয়েছে ?’

তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। আমার বাসায় একটা অনুষ্ঠান ছিল। ওকে বললাম তাড়াতাড়ি চলে আসতে। ও বলল বাসায় ঘুরে আসবে।’

শান্ত অবাক হল। বলল, ‘তারমানে পরশুদিন অফিস ছুটির পর আপনার বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়েছিল ?’

‘হ্যাঁ।’

‘সেখানে কোন কথা হয়নি ?’ দ্রুতই আগ্রহ কমাল শান্ত।

‘না, দুজনের অফিসের সম্পর্ক তো, মানে আমি তার বস-’

‘অফিসের আর কে ছিল অনুষ্ঠানে ?’

তিনি বললেন, ‘চারজনের তিনজনই ছিলাম। সেলিম ছিল না। ও আগেই কোথায় গিয়েছিল।’

তিনজন মানে সে, রমজান আর তার বস। সেলিম নামের আরেকজন ছিল না, মনেমনে যাচাই করে নিল কমল।

শান্ত কথা চালিয়ে গেল, ‘আচ্ছা, রমজান কি বাসা থেকে খাবার নিয়ে আসে ?’

‘না, হোটেলে খায়।’

‘সেদিন ?’

‘খাবারের প্যাকেট বা এইজাতিয় কিছু দেখিনি।’

‘তারমানে সে খালিহাতে ছিল ?’

‘হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।’

কি যেন ভাবলেন তিনি। শান্ত দ্রুত অন্যকথায় গেল। জিজ্ঞেস করল, ‘রাতে নিশ্চয়ই এখানে পাহারার ব্যবস্থা আছে ?’

তিনি বললেন, ‘আমাদের নিজস্ব পাহারাদার নেই। নাইটগার্ড আছে, পুরো এলাকা দেখে।’

শান্ত জিজ্ঞেস করল, ‘আপনাদের একটা গাড়ি আছে দেখলাম। জিপ। সেটা কার ? আপনার না উনার ?’

‘অফিসের। প্রয়োজন মত দুজনেই ব্যবহার করি।’

‘গাড়িটা রাতে কোথায় থাকে ?’

‘বাসায় রাখার যায়গা নেই। একটা ভাড়া করা গ্যারেজে থাকে।’

‘সে যায়গাটা কোথায় ?’

‘নিলক্ষেত। ড্রাইভার থাকে ওখানে।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

তারসাথে কথা শেষ করল শান্ত। তারপর তিনি ওঠার ভঙ্গি করতে হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, ‘একটা কথা-কিছু মনে করবেন না। আপনি কি সবসময় উইগ ব্যবহার করেন ?’

ম্যানেজার মাথায় হাত দিলেন। আড়চোখে লুবনার দিকে তাকানোটা লক্ষ্য করল কমল। একজন মেয়ের সামনে এভাবে ধরা পরায় যেন অস্বসি-তে পরেছেন। কমল নিজেও অনেকক্ষন ধরেই সেটার কথা ভাবছিল। মানুষের চুল কি এমন হয় ? কেমন যেন শক্ত শক্ত, আলগা আলগা। ওটা তাহলে পরচুলা!

‘জ্বি, মানে, চুল কমে গেছে- এই বয়সে-’ আমতা আমতা করলেন ম্যানেজার।

শান্ত হাসল। বলল, ‘আপনার উইগটা খুব সুন্দর। আমারও শখ আছে উইগের। ভালো উইগ কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন ?’

তিনি উত্তর করলেন, ‘গুলশানের একটা দোকান চিনি। আমার কাছে কার্ড আছে, আপনাকে দিচ্ছি।’

শান্ত বলল, ‘আচ্ছা, সেলিম সাহেবকে একটু পাঠাবেন।’

‘জ্বী, স্লামালেকুম।’

হাত তুলে সালাম দিয়ে বাইরে গেলেন তিনি।

একটুপরই সেলিম নামের ব্যক্তিটি ঢুকল। রোগাপাতলা চেহারা। বসার যায়গা নেই দেখে বাইরে থেকে আরেকটা চেয়ার এনে বসল।

গোমড়ামুখো, একপলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমল, অনেক প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকবে।

‘আপনি কতদিন থেকে এখানে আছেন।’ একটু সময় নিয়ে প্রশ্ন করল শান্ত।

একবার শান্তকে দেখল সে। তারপর ওসমানকে দেখল এক পলক। বলল, ‘দুই বছর।’

শান্ত বলল, ‘রমজান বোধহয় আরো আগে থেকে ছিল।’

সেলিম বলল, ‘জ্বে-না, এক বছর হয় নাই।’

‘ও, পরশুদিন অফিস বন্ধ করার সময় আপনি ছিলেন না ?’ হাসিমুখে প্রশ্ন করল শান্ত।

সেলিম কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে থাকল।

‘আগেই চলে গিয়েছিলেন ?’ আবার প্রশ্ন করল শান্ত হাসতে হাসতে। সেলিমের আচরনে কোথায় যেন হাসির কিছু রয়েছে।

‘হ।’ সংক্ষেপে উত্তর দিল সে।

‘কোথায় গিয়েছিলেন জানতে পারি কি ?’

সেলিম তার দিকে তাকাল আবারও, তারপর মাথা নিচু করল।

কমল ওসমানের দিকে চেয়ে দেখল একবার। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেলিমের দিকে। মনেমনে নিশ্চয়ই বলছে সে করবে নাকি প্রশ্ন ? দেখি উত্তর না দিয়ে থাকে কোথায় ? দেখে হাসি পেল কমলেরও। লুবনার দিকে চেয়ে দেখল তারও মুখ হাসিহাসি। তাদের কারোই মনে হচ্ছে না এই লোক টাকা চুরি বা খুন করতে পারে।

‘ক’টার দিকে গিয়েছিলেন ?’ শান্তভাবে অন্য প্রশ্ন করল শান্ত।

‘সাড়ে তিনটা।’

‘বাসায় ফিরেছেন কটায়?’

সেলিম এবারও উত্তর দিল না। শান্ত হাসছে ওর মুখভঙ্গি দেখে।

যে কোন কারনেই হোক সেলিম কোথায় গিয়েছিল বিষয়টি গোপন রাখতে চায়। রীতিমত হাস্যকর করে তুলেছে বিষয়টি।

‘আপনার বাসা কোথায় ?’ আবারও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করল শান্ত।

এবারে সেলিম উত্তর না দিয়ে পারল না। হয়ত ভাবল তার ওপর সন্দেহটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। বলল, ‘সবুজবাগ।’

‘বাড়িতে কে কে থাকে ?’

‘মেস।’

শান্ত অন্য প্রসংগে গেল, ‘রমজান কেমন মানুষ ছিল?’

‘ভাল।’

‘ও কি চুরি করেছে বলে মনে হয় ?’

‘আগে কহনো করে নাই।’

‘আপনি করেননি তো ?’

সেলিম থতমত খেল। চমকে তাকাল তার দিকে। আরেকটু গোমড়া হল ওর মুখ। আড়চোখে ওসমানের দিকে তাকাল একবার।

‘না।’

‘ম্যানেজার কি করতে পারে ?’ গলা একটু নামিয়ে প্রশ্ন করল শান্ত।

এমনিতেই বাইরে থেকে কথা শোনা যাচ্ছে না। এভাবে বলার অর্থ গোপনীয় কিছু বলা। এমন কিছু যা কানে কানে বলা যায়, অন্যকে না জানিয়ে।

সেলিম দ্রুত একবার দরজার দিকে তাকাল। তারপর শান্তর দিকে তাকাল। কোন উত্তর দিল না। সরাসরি শান্তর কথাকে সমর্থন না করলেও একেবারে অস্বীকারও করছে না। হয়ত তারও ধারনা এমনই কিছু।

‘ম্যানেজারের সাথে মালিকের সম্পর্ক কিরকম ?’ অন্যভাবে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘কয় ম্যানেজার, আসলে পার্টনার।’ মুখ নিচু করে চাপাস্বরে বলল সেলিম।

বোঝা গেল খুব সন্তুষ্ট নয় সে। মালিক, কিংবা ম্যানেজারের ওপর অথবা দুজনেরই ওপর। হয়ত বেতন কম দেয়। যা পায় তাতে কষ্ট করে চলতে হয়। হয়ত বেশি সময় কাজ করতে হয়।

বোঝা যাচ্ছে এর কাছে আর কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। কথা শেষ করল শান্ত, ‘ও, আচ্ছা ঠিক আছে। যান, আপনার কাজ করুন।’

সেলিম উঠে চলে গেল। বেসামালভাবে হেঁটে যাচ্ছে সেলিম। বাইরে যাওয়ার পর আবার ঘুরে এসে তার আনা চেয়ারটা নিয়ে গেল।

‘থানায় নিয়ে দুটো বাড়ি দেয়া দরকার।’ ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল ওসমান। হেঁসে ফেলল শান্ত।

একটু পরই মালিক ফিরে এসে তার চেয়ারে বসলেন আবার। শান্ত উঠে এগিয়ে গিয়ে ষ্টিলের ক্যাবিনেটের সামনে দাঁড়াল। চারটা ড্রয়ার দিয়ে তৈরী ক্যাবিনেট। ওপরের ড্রয়ার টেনে দেখল। তালা দেয়া।

‘চাবিটা একটু দেখি।’ মালিকের দিকে হাত বাড়াল শান্ত।

মালিক পকেট থেকে বের করে চাবি দিলেন। সেটা নিয়ে নিজেই কোন চাবি হিসেব করে তালা খুলল শান্ত।

কমল লক্ষ্য করল সেখানে কি আছে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না সে। ড্রয়ার টেনে দেখল। আবার তালা লাগাল। সামান্য সামনে-পিছনে করে আসে- আসে- চাবি ঘুরাচ্ছে।

তালাটা অন্য চাবি দিয়ে খুলবে কিনা দেখছে, বুঝে গেল কমল। একবার কমলকে কয়েকটা তালা খুলে দেখিয়েছে কোথায় কিভাবে চাবি আটকায়। বেশীরভাগ তালাই আসলে ফাঁকিবাজী। তালা খোলে খুব সহজেই, সামান্য কাঠি দিয়েই খোলা যায়। অন্যচাবি ঢুকালে তার খাঁজ আটকায় বলে ঘোরে না। চাবির সে যায়গাটুকু ঘষে ফেললেই তালা খোলে। কোন কোন তালা সাধারন স্ক্রুড্রাইভারের মাথা দিয়েই খুলতে পারে কমল।

শান্ত চাবির গোছাটা দেখল ভাল করে। সাত-আটটা চাবি একসাথে, লম্বা চেন দেয়া রিং। সেটা মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তার চেয়ারে এসে বসল শান্ত। তিনি চাবিটা পকেটে রেখে একটা ক্লিপ আটকে দিলেন বেল্টের লুপের সাথে।

শান্তর হাতে চাবি দেয়ার সময় এভাবে আটকানো ছিল না, মনে পরল কমলের।

'আপনি সিগারেট খান না বোধ হয়।' আগের যায়গায় ফেরত এসে চেয়ারে বসতে বসতে জানতে চাইল শান্ত।

'না।'

'পানে জর্দা খান ?'

ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছে। পান খায় বোঝাই যাচ্ছে।

'অল্পস্বল্প খাই।'

'আর কেউ কি পান খায় আপনার অফিসে ?'

'রমজান খেত মনে হয়।'

'ও।'

ওসমানের দিকে ঘুরল শান্ত। বলল, 'আপনি কিছু দেখবেন ?'

ওসমান কিছু বলতে গিয়েও বলল না। ওঠার প্রস্তুতি নিল।

'কমল, আমি একটু থানা হয়ে যাব। তোরা চলে যেতে পারিস।' চেয়ারে বসে থেকেই কমলকে বলল শান্ত। যাওয়ার কথা বললেও তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে না এখনই উঠবে।

কমল মাথা নাড়ল। তার সাথেসাথে লুবনাও উঠে দাঁড়াল। দুজনে একসাথে বের হল ঘর থেকে। বাইরের ঘর দিয়ে যাবার সময় ম্যানেজারের দিকে আরেকবার লক্ষ্য করল কমল। তিনিও তাকিয়েছেন। বিশেষ করে লুবনার দিকে। হাসি আরো বিসতৃত। লুবনা বিরক্তভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এই লোকটাকে আগেও দেখেছে সে। কয়েকবার এসেছে সে এখানে। যতবার কাজে এসেছে ততবারই দেখা হয়েছে। এখন যেন একেবারে সহ্য হচ্ছে না তাকে। এর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে বিষ খেয়ে একজন মানুষ মারা গেছে, আর সে অনবরত হাসছে।

শান্ত নিশ্চয়ই ওসমানের গাড়িতে যাবে, গাড়ির সামনে এসে মনে হল ওদের। ওরা গাড়ি থামিয়েছে ওসমানের গাড়ির পাশেই। সোজা গাড়িতে উঠে বসল ওরা। লুবনা গাড়ি ছাড়ল।

এখনই বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে নেই কারোই। অন্য কোথাও যাওয়ার কথাও মনে হচ্ছে না। যাওয়ার নির্দিষ্ট যায়গা না থাকলে রাস্তাতেই গাড়িতে বেশ ঘোরা যায়। লুবনা সেপথেই গেল।

মতিঝিল এলাকায় সবসময়ই খুব ভীড়। অল্প সময়েই ভীড় থেকে বাইরে গাড়ি এনে ফেলল লুবনা। এখানে অন্তত প্রতিমুহূর্তে অন্যের সাথে ধাক্কা লাগার কথা ভাবতে হয় না। ভিড়ের সাথে মিল রেখে আসে- আসে- গাড়ি চালাতে থাকল লুবনা।

বাইরে আসার পর একটাও কথা বলেনি কেউ। কমল বুঝতে পারছে লুবনা মনেমনে হিসেব মেলাচ্ছে। ওর মুখ গম্ভীর।

অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে খুব দ্রুত। রমজানের অফিসে টাকা চুরি, তার ম্যানেজারের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাওয়া, তারপর খুন হওয়া, লাশ বাসষ্ট্যান্ডে পাওয়া, রমজানের সঙ্গিকে আটকে রাখা। তারপর এখন ওই লোকগুলোর বক্তব্য। নিশ্চয়ই বিষয়গুলো মেলানোর চেষ্টা করছে মনে মনে। হিসেব করছে কে খুন করতে পারে। খুনটাই এখানে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

ওদের সামনের রাস্তা এখন প্রায় ফাঁকা। আসে- আসে- চলছে গাড়ি।

'কি মনে হল বলতো ?' একসময় জানতে চাইল লুবনা।

'আপনার কি মনে হয় ?'

কমল নিজের কোন সিদ্ধান্ত জানাল না। ঘটনাগুলো এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে তার মনেহচ্ছে সিদ্ধান্ত নিলে সেটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

লুবনা বলল, 'ওই ম্যানেজারটা সব কাজ করেছে। ওর বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে বিষ খাইয়েছে। ওর বাড়িই তো কলাবাগান।'

কমল বলল, 'হুঁ, তাহলে বাসষ্ট্যান্ডে রেখে আসল কে ?'

লুবনা বলল, 'ও নিজেই। পরচুলা পরে মাথায়। মনে হয় লম্বা চুলের পরচুলা পরেছিল। দেখলে না তোমার ভাইয়া পরচুলার কথা জিজ্ঞেস করল। নিশ্চয়ই ওই পরচুলার দোকানে খোঁজ নেবে। ওরা চিনতে পারবে ওই লোককে।'

কমল জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু টাকা চুরি করল কে ?'

লুবনা বলল, 'মনেহয় রমজান আর ম্যানেজার দুজনে মিলেই করেছে। তারপর সব টাকা হাত করার জন্য ওকে মেরেছে। মানুষের কি লোভ-'

কমল অবাক হল। বলল, 'আপনি যে বললেন রমজান ভাল মানুষ।'

লুবনা থতমত খেল। সে সেটা ভুলেই গিয়েছিল।

বেশ সময় নিল সে উত্তর দিতে। তারপর বলল, ‘কোন চালাকি আছে এর মধ্যে। ভাল মানুষকে খুব সহজে ফাঁসানো যায়।’

কমল ভাবতে লাগল। এমনটা হতেই পারে। তারা দুজন একসাথে বের হয়েছে অফিস থেকে। একা একজন চুরি করার চেয়ে দুজন মিলে করা সহজ। রমজান আর ম্যানেজার মিলে টাকাগুলো সরাল ক্যাবিনেট থেকে। তারপর রমজানকে দাওয়াত করল বাড়িতে। হয়ত টাকা ভাগ বাটোয়ারার কথা বলে। তার বাড়িতে গেলে তার অংশ দেয়ার কথা বলে। তারপর বিষ দিয়ে তাকে খুন করল। লাশটা মুখ কেটে ট্রাংকে ঢুকাল। নিজে মাথায় লম্বা চুলের পরচুলা পরে গাড়িতে করে ট্রাংকটা রেখে এল বাসষ্ট্যান্ডে।

খুবই সম্ভব।

কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল সে। শান্ত বিষয়টা দেখছে। ওদেরকে ফেরত পাঠিয়ে নিজে থেকে গেছে। তারমানে কোন সুত্র পেয়েছে। সেটা যাচাই করে দেখবে। তারপর সময়মত জানবে তারাও। এই মুহূর্তে তাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

‘তোমার ভাইয়া কোথায় যাবে জান ?’ হঠাৎ করেই প্রশ্ন করল লুবনা।

কমল বলল, ‘থানায়। তারপর উইগের দোকানে যেতে পারে।’

লুবনা বলল, ‘না। ওদের গাড়ির কথা মনে আছে ? ওটা যেখানে রাখে সেখানে যাবে। ঘটনার সময় গাড়ি সেখানে ছিল কিনা জিজ্ঞেস করবে।’

‘কোন গাড়ি ?’

‘ওদের অফিসের। মনে হয় ওটায় করেই লাশ ফেলে এসেছে।’

‘নিলক্ষেত। ড্রাইভার থাকে ওখানে।’

‘ড্রাইভারকে এখনো দেখিনি। ওকেও প্রশ্ন করা দরকার ছিল।’ মন্তব্য করল লুবনা।

কমলেরও তাই মনে হল। তারপর যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করল সে, ‘মনেহয় ওদের সামনে প্রশ্ন করবে না। অন্যভাবে করবে। বেশি সন্দেহ হলে থানায় নিয়ে যাবে।’

লুবনা আয়নার দিকে তাকাচ্ছে মাঝেমাঝে। একটা বড় জিপ দেখা যাচ্ছে সেখানে। বেশ কিছুক্ষন থেকেই যেন দেখা যাচ্ছে। রমজানের অফিসের সামনে থেমে থাকতে দেখেছে সে গাড়িটা। রাস্তা বদল করে অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। কিছুক্ষন পর দেখা গেল সেখানেও তাদের পিছু নিয়েছে জীপটা। আবারও মোড় ঘুরল লুবনা। তাদের পিছু ছাড়ল না পিছনের গাড়ি। সে যেদিকে যাচ্ছে জীপটাও সেদিকেই যাচ্ছে।

তাদেরকে অনুসরন করছে নিশ্চিত হয়ে কমলকে জানাল সে, ‘একটা গাড়ি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।’

কমল সেটা দেখল আয়নায়। দামী বড় একটা জীপ। সেও রমজানের অফিসের সামনে থেমে থাকতে দেখেছে এটাকেই। তারা যখন রওনা দেয় তখনও থেমে ছিল। হয়ত এটাই সেই গাড়ি। প্রয়োজনে মালিক এবং ম্যানেজার দুজনেই ব্যবহার করে।

লুবনা বলল, 'অনেকক্ষন থেকে আসছে।'

আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে কমল। ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছে সে। পাশের জানালা খোলা। বাতাসে চুল উড়ছে। সে বলল, 'ড্রাইভারটার লম্বা চুল।'

'হুঁ, কি করব বল তো ?'

'ভাইয়াকে জানাই।'

লুবনা একমুহুর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'থাক, এখনই বলার দরকার নেই। রাস্তার মধ্যে কিছু করতে পারবে না।'

'যদি ধাক্কা দেয় ?' জিজ্ঞেস করল কমল।

লুবনা বলল, 'পারবে না। অবশ্য এই গাড়িটা ছোট। দাড়াও আরো কিছুক্ষন ঘুরাই। দেখি কি করে।'

লুবনা গাড়ি ঘুরিয়ে একরাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় ঘুরতেই থাকল। ও যত সহজে যেতে পারে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পিছনের গাড়িটা ততটা যেতে পারে না। তারপরও পিছনের গাড়িটাও অনুসরন করল তাকে।

বোঝা যাচ্ছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পিছু লেগেছে। কোনমতেই সরছে না। লুবনা তার ফলো করা টের পেয়েছে সেটাও নিশ্চয়ই বুঝেছে এতক্ষনে। তাকে একেবারেই আমল দিচ্ছে না। এবারে চিনি-ত মনে হল লুবনাকে। বলল, 'খুনির মত চেহারা। বাড়ি গেলে বাড়ি চিনে আসবে, তারপর কিছু করবে।'

কমল বলল, 'হোসেন ভাইকে বলি।'

লুবনা সায় দিল, 'হ্যাঁ, ওই যে ফোন।'

কমল লুবনার মোবাইল ফোন নিয়ে ফোন করল হোসেনকে। হোসেনকে পাওয়া গেল সাথেসাথেই। কমল বলল, 'হোসেন ভাই, আমি কমল। আমি আর লুবনাআপা গাড়িতে। আমাদের পিছনে একটা জিপে করে কে যেন আসছে। অনেকক্ষন থেকে ফলো করছে। গুন্ডামত একটা লোক চালাচ্ছে। সাদা রঙের টয়োটা . . আমরা সংসদ ভবনের পিছনের রাস্তায় অপেক্ষা করছি তাহলে-'

কমল কথা শেষ করে ফোনটা আগের যায়গায় রাখল। বলল, 'সংসদ ভবনের পিছনের রাস্তায়। ওখানে হোসেন ভাই আসবে।'

লুবনা গাড়ি ঘোরাল সেদিকে। হোসেনের আসতে সময় লাগবে নিশ্চয়ই। আরো কয়েক মিনিট ঘুরল লুবনা। তারপর একসময় বিজয় সরনী দিয়ে সংসদ ভবনের পিছনের রাস্তায় এসে পরল।

মোড় পার হয়েই গতি কমাল। পিছনের গাড়িও গতি কমাল সাথেসাথে। হোসেনের গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। তবে রাস্তায় আরো গাড়ি থেমে রয়েছে। পুলিশ দেখা যাচ্ছে। বেশকিছু মানুষ সময় কাটাতে এসেছে। কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে লেকের মাঝামাঝি যায়গায় রাস্তার একপাশে ফাঁকা যায়গা পেয়ে থামল লুবনা। গাড়িতে বসেই ওরা দেখতে পেল পিছনের গাড়িও থামল। লুবনার গাড়ি থেকে বেশ পিছনে।

আশেপাশে আরো গাড়ি থেমে রয়েছে। অনেক লোকজন রয়েছে। টহলদার পুলিশ রয়েছে। এখানে কিছু করা অসম্ভব। গাড়িতেই বসে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা।

একটু পরেই পিছনের গাড়ি ষ্টার্ট নিতে দেখা গেল। রওনা হয়ে লুবনার গাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল সামনের দিকে। সোজা এগিয়ে একসময় হারিয়ে গেল ওদের দৃষ্টি থেকে।

‘চলে গেল।’ যেন হতাসই হল লুবনা।

কমল বলল, ‘যাক, খুঁজে বের করা যাবে। নাম্বার মনে আছে।’

তক্ষুনি ওরা দেখল হোসেনের গাড়ি। লুবনার গাড়ির কাছে এসে থামল। হোসেন গাড়ি থেকে নেমে এগোল লুবনার গাড়ির দিকে।

এখন তাকে গাড়িটার নাম্বার জানানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেটাই করল কমল।

শান্ত বলল, ‘এটা ওদেরই গাড়ি। মালিক, ম্যানেজার দুজনেই ব্যবহার করে। দুজনের কোন একজন পুরো ঘটনার পিছনে আছে।’

শান্ত ফিরেছে ঘন্টাদুয়েক পর। এই সময়টা কমল আর লুবনা ঘরে বসে অপেক্ষা করেছে। নাম্বার জানানো মাত্র শান্ত চিনতে পেরেছে গাড়িটাকে। ওরা যখন অফিসে যায় তখন সেটা ওখানেই ছিল। লাশটা রেখে আসা হয়েছে জীপে করে সেটা মনে আছে সকলেরই।

‘যদি দুজনে মিলে করে?’ জিজ্ঞেস করল কমল।

শান্ত বলল, ‘সেটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। সম্ভবত আরেকজন এর কিছু জানে না। টাকাগুলোর মালিক দুজনই। দুজন মিলে চুরি করবে না। চুরি করেছে একজন আরেকজনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য। রমজানকে খুনের কারন সম্ভবত সে জেনে ফেলেছিল।’

‘আমাদের পিছনে লাগল কেন? আমরা তো সেটা জানি না।’ লুবনা রেগে গেছে।

শান্ত বলল, ‘হয়ত মনে করেছে জেনি গেছি, নয়তো জানব। কিংবা মনে করেছে রমজান আগেই জানিয়েছে। যা-ই হোক খুনী আমাদেরকে শত্রুমনে করছে। সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে।’

‘ধরতে পারলে পুলিশে দেয়ার আগে ইচ্ছেমত ধোলাই দেব।’ জানিয়ে রাখল লুবনা।

শান্ত প্রতিবাদ করল না। বলল, ‘আচ্ছা, আপাতত সাবধানে থাকতে হবে। এ একেবারে ঠান্ডা মাথার খুনী।’

মন খারাপ হয়ে গেল কমলের। ঠান্ডা মাথার খুনি, তারমানে আরো খুন করতে পারে। তেমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের পিছু নিয়েছিল। আবারও এমন কোন সুযোগ খুঁজবে। শান্তর এভাবে বলার অর্থ বাইরে যাওয়া যাবে না, গেলে সাবধানে থাকতে হবে।

‘কি করবে এখন ?’ জানতে চাইল কমল।

শান্ত বলল, ‘অনেকগুলো তথ্য পাওয়া গেছে। হাতেনাতে কিছু প্রমান দরকার এখন।’

‘পরচুলার দোকানে খোঁজ নিলে জানা যাবে কে লম্বা চুলের পরচুলা কিনেছে।’ বলল লুবনা।

‘পরচুলা ?’ অবাক হল শান্ত।

‘লাশ যে ফেলেছে সে লম্বা চুলের পরচুলা পরেছিল মনেহয়?’ এবারে একটু ঘুরিয়ে বলল সে।

‘না বোধহয়।’ কমলের দিকে তাকাল শান্ত, ‘জীপের ড্রাইভারটার চুল দেখেছিস ? কেউ ওকে দেখলে লম্বা চুলের লোক বলবে না ?’

‘হ্যাঁ।’

শান্ত বলল, ‘আমার ধারনা লাশটা রেখে আসার কাজ ড্রাইভার করেছে। সেক্ষেত্রে পরচুলার দোকান থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। এই গাড়িটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা নিশ্চিত। মনে হয় বাইরের সব কাজ ড্রাইভার করেছে। জানা দরকার সে কার হয়ে কাজ করছে।’

কমল বলল, ‘আচ্ছা ভাইয়া, রমজান তো ম্যানেজারের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে বিষ খেয়ে মরল। তাহলে বিষ দেয়ার কাজটা ওর পক্ষে করা সহজ না ?’

শান্ত বলল, ‘না। অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট একজনের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়া খুব কঠিন। খাবারটা অন্য কারো হাতে যেতে পারে, বিষ খেয়ে মারা যেতে পারে অনুষ্ঠানের মধ্যেই। অবশ্য তাকে আলাদাভাবে খাবার দেয়া অসম্ভব না। কিন্তু- একটা বিষয় সকলে গোপন করে গেছে। ইচ্ছে করে না ভুল করে বোঝা যাচ্ছে না।’ শান্ত চিনি-তভাবে কপালে হাত ঘসল, ‘আচ্ছা, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।’

দ্রুত উঠে বাইরে গেল শান্ত। পরিবর্তনটা এত দ্রুত হল যে কমল আর লুবনা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নিশ্চয়ই এমন কোথাও যাবে যেখানে দেরী হলে তথ্য হারিয়ে যাবে। নতুন করে কোন যায়গার কথা মনে পরল বের করতে পারল না দুজন মিলেও।

সকাল থেকেই অনেক উত্তেজনা নিয়ে ওদের সাথে অনেক সময় কাটিয়েছে লুবনা। দুপুরে সে চলে গেল বাড়িতে। কমলকে বলে গেছে যে কোন কিছু ঘটলে সাথেসাথে ফোন করতে।

একা একা টিভি দেখার চেষ্টা করল কমল। ভাল না লাগায় বই পড়ার চেষ্টা করল। কোন কিছুতেই মন বসছে না। শান্ত হঠাৎ করে চলে যাওয়ার পর কোন যোগাযোগ করেনি। এরই মধ্যে হোসেন ফিরল। তার কাছেও কোন খবর নেই। একটু একটু করে দিনের ঘটনাগুলো চলে গেল কমলের মন থেকে। অনেকদিন ব্যবহার না করা সাইকেল বের করল সে। রাস্তায় বের হয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে একপাক ঘুরে এসে দেখল হোসেন এসে দাঁড়িয়েছে গেটে। হাতে একটা ঠান্ডা পানির বোতল।

তারমানে সাইকেল চালানোর নিয়ম নেমে চালাতে হবে। হোসেন তার সব ধরনের খেলাধুলার কোচ। কমল কিংবা হোসেন লক্ষ্যও করেনি লুবনার গাড়ি ফলো করা জীপটা এসে থেমেছে বাড়ির অন্যদিকে।

কমলদের গেট খোলা। গেটের ভেতর তাদের ভ্যানগাড়িটা থামানো। সেটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল হোসেন।

দুবার পাক খেল কমল। গেটের সামনে দিয়ে গিয়েই ঘুরল। দুপাশে দোখ খেয়ে চালাতে থাকল সাইকেল। তখনই জিপটিকে দেখা গেল তার পিছনে। হঠাৎ করেই সেটা গতি বাড়াল। সাইকেলের একেবারে পিছনে আসায় কমল সেটার অসি-ত্ব বুঝতে পারল। দ্রুত এগিয়ে আসছে তারই দিকে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কোনমতে একপাশে সরে গেল সে। তারপরও ঘসা লাগল গাড়ির সাথে। ধাক্কা খেয়ে সাইকেলসহ সে ছিটকে গেল রাস্তার পাশে। জিপটি সে যেখানে ছিল সেদিক দিয়ে চলে গেল। কমল উঠতে উঠতে তাকাল সেদিকে। সেই নাম্বার, সেই জিপ।

পুরো ঘটনা ঘটল হোসেনের চোখের সামনে।

হাতের বোতলটা ফেলে ছুটে এল হোসেন। কমল ততক্ষনে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দিয়ে সাইকেলটা দেখাল সে। পিছনের অংশ বাঁকা হয়ে গেছে। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে হোসেন এসে লাফিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসল। পরমুহুর্তেই কমলের সামনে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সেটা।

কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। হোসেন যখন এভাবে যায় তখন মারাত্মক কিছু না হয়েই যায় না। সাইকেল ধরে সোজা করার চেষ্টা করল সে। পিছনের চাকা আটকে যাচ্ছে। পিছনদিক উচু করে সাইকেলটা এনে বারান্দার কাছে রাখল কমল। তারপর দৌড়ে গিয়ে ফোন হাতে নিল।

সাদাজিপ চালাচ্ছিল লম্বা চুলের ড্রাইভার। কমলকে পুরোপুরি ধাক্কা দিতে পারেনি সে, তবুও তার মুখ হাসিহাসি। নিজের কৃতিত্বে নিজেকেই বাহবা দিয়ে মনের আনন্দে চলেছে। কত স্বচ্ছন্দে কাজটা করে আসা গেল। বেশ কিছুক্ষন চলার পর সে লক্ষ্য করল পিছনে আসা হোসেনের গাড়িকে। এই গাড়িও সে চিনেছে এরই মধ্যে। আরেকটু বিসতৃত হল তার হাসি।

দেখা যাক এ কি করতে পারে ?

গতি বাড়াল সে। হোসেনও গতি বাড়াল। মোড় ঘুরে ফাঁকা রাস্তার দিকে গেল ড্রাইভার। সত্যিকারের বাহাদুরি দেখানো যাবে সেখানেই। এই গাড়ির দাম কোটি টাকা। রীতিমত গর্ব করে সে অন্য ড্রাইভারদের কাছে। এরসাথে গতিতে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা নেই কারো। আর ওই ভ্যান! দেখা যাক।

কালো গাড়ি ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে যত গতি বাড়ায়, পিছনের গাড়ি বাড়ায় তারচেয়ে বেশী। ধরে ফেলছে তাকে। যে চালাচ্ছে পরিস্কার তার মুখ দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট করে কাটা চুল। বিশাল দেহ। সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দেখতে দেখতে একেবারে কাছে এসে পরল কালো গাড়ি। ডানদিকে সরে গেল। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশ দিয়ে সামনে চলে গেল। এখন গতি কমাচ্ছে। গতি না কমালে ধাক্কা লাগাতে হয় ওর সাথে। তারমানে গাড়ির সামনের দিকটা বারোটা বেজে যাবে। কোটি টাকার গাড়ি।

কতবড় সাহস! দেখি তো ব্যাটা কে ?

ব্রেক করে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দরজা খুলেই লাফ দিয়ে নেমে রেগে নেমে গেল সামনের দিকে। রীতিমত আন্ডারটেকারের মত স্বাস্থ্য তার। লম্বায় ছফুট ছাড়িয়ে। অনেক চেষ্টা করে তেমন চুল বানিয়েছে। হাতে তারই মত উল্কি এঁকেছে। আর কোথাকার এক ড্রাইভার এসে তার পথ বন্ধ করল।

হোসেন তখনো নামেনি। গাড়িতে বসেই দেখল তাকে এগিয়ে আসতে। তারপর নামল ধীরেসুসে'। স্বাসে'্য হোসেনও কম যায় না, তবে লম্বায় এরচেয়ে কম। নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে।

হোসেনকে পাত্তাই দিল না লোকটা। মারমুখি ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল তার দিকে। ঘুসি পাকিয়ে নাগালের মধ্যে এসে পরল লোকটা। তারপর-

কি ঘটল কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল সে। হোসেনের বামহাতের পাঞ্চ লাগল ওর বুকে। প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেয়ে দুপা পিছিয়ে গেল সে। সাথেসাথে আরেকটা আপারকাট। ধপ করে পরে গেল সে রাস্তায়।

আসে- করে হেঁটে ওর কাছে এসে দাঁড়াল হোসেন। তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে লোকটার। ঘুরে কনুইয়ে ভর করে ওঠার চেষ্টা করছে। তবে হাতাহাতি করার ইচ্ছে চলে গেছে একেবারেই। কোনমতে উঠে বসল রাস্তায়।

হাত বাড়িয়ে ওর সার্টের কলার ধরল হোসেন। টেনে তোলার চেষ্টা করল। সার্ট ছিড়ে যাচ্ছে দেখে গলা ধরল। টেনে উচু করে ফেলল ওকে। তারপর ধাক্কা মারল গাড়ির সাথে। লোকটা আবার ধপ পরে পরল রাস্তায়। জ্ঞান আছে এখনও কিন্তু নড়াচড়া করার শক্তি সম্পুর্ন হারিয়েছে।

তারদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষন অপেক্ষা করল হোসেন। তারপর তার গাড়ির পিছনের দরজা খুলল। লোকটাকে উচু করে তুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সেখানে। দরজা বন্ধ করে হেঁটে সাদা জিপের কাছে গিয়ে চাবি খুলে পকেটে রাখল। তারপর তার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি ছাড়ল।

বাড়ি ফিরেও বেশিক্ষন থাকার সুযোগ পেল না লুবনা। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নেবে বলে মাত্র বিছানায় পিঠ ঠেকিছে তখনই কমলের ফোন।

সাদা জিপটা তাকে একসিডেন্ট করার চেষ্টা করেছিল, জানাল সে। হোসেন ধরেছে তাকে।

সাথেসাথে বের হল সে। শান্ত নেই। হোসেনও নেই বাড়িতে। এসেই ড্রাইভারটার খোঁজ করল লুবনা। কমল জানাল ড্রাইভারটা কোথায় জানে না সে। হোসেন শুধু তাকে জানিয়ে গেছে তাকে ধরা হয়েছে। কমলের মনে পরল তাকে ধরলে ধোলাই দেয়ার কথা বলেছিল লুবনা। খোঁজ করছে হয়ত সেজন্যই। ধরা পরল সেটা বলার তিন ঘন্টার মধ্যেই।

কমলের ব্যথা লাগেনি কোথাও। প্রোটেক্টর না থাকলে হয়ত হাঁটু ছড়ে যেত। তাও হয়নি।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। একবার ফোন করার চেষ্টা করল শান্তকে, ফোন বন্ধ। করার আরকিছু না থাকায় কফি বানাল দুজন মিলে। তারপর ড্রইংরুমে বসে খেতে খেতে টিভি দেখতে থাকল।

ফোনটা বাজল সেই সময়। ওসমান।

কমল বলল, ‘বাইরে আছে-, আচ্ছা, দাঁড়ান দাঁড়ান্ত’

পরিচিত মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল বাইরে। নিয়মমাফিক ছোট্ট করে একবার হর্ন বাজল।

ড্রইং রুমে ঢুকল শান্ত। কমল ফোন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই এগিয়ে গেল তার কাছে গেল। কমল ফোন এগিয়ে দিল-

‘থানা থেকে।’

শান্ত ফোনটা হাতে নিল। কমল সরে গিয়ে বসল সোফায়।

‘হ্যালো।’

‘হ্যাঁ, ওসমান বলছি। গাড়িটা পেয়েছি যায়গামত। কিন্তু ড্রাইভার ? ড্রাইভার কোথায় ?’

‘আছে। চিন্তা করবেন না, ওকে থানায় পৌছে দেব। আর একটা কাজ করতে হবে।’

‘বলুন।’

‘ওখানে একবার যেতে হবে। রমজানের অফিসে। ফোন করে সবাইকে অফিসে থাকতে বলে দিন। কেউ বাদ না থাকে। একটা সমাধান আশা করছি। সাথে লোক রাখবেন, কাউকে এরেষ্ট করা প্রয়োজন হতে পারে।’

‘আচ্ছা-আচ্ছা, কখন ?’

‘আমি একঘন্টা পর থানায় পৌছাব। এর মধ্যে ব্যবস্থা করে রাখবেন। ড্রাইভারকে তার আগেই পেয়ে যাবেন।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে।’

‘দেখা হবে।’

ফোনটা রেখে দিল শান্ত। ওসমান এখন শান্তর কথার ওপর কোন কথা বলে না।

কমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। শান্ত এসে বসল ওদের কাছে। চোখেমুখে সমাধানের চিহ্ন।

‘খুনি কে জেনেছ ?’ জানতে চাইল কমল।

‘হ্যাঁ। খুনি, চোর দুই-ই। দেখতে যাবি ?’

কমল লুবনার দিকে তাকাল। তার যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে লুবনা যেতে চায় কি-না তার ওপর। ওকে একেবারে অবাক করে দিল লুবনা।

‘আর দেখে কি হবে ? সবই তো শেষ।’

সত্যিই বিরক্ত লুবনা। কমল বোকার মত তাকাল শান্তর দিকে।

শান্ত বলল, ‘সেই ভাল। এখন আর কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। শুধু শুধু মানুষের খারাপ দিকগুলো দেখার দরকার কি? তারচে বিশ্রাম নে। বিকেলে বেড়াতে যাব।’

‘কোথায় ?’

‘ঠিক কর কোথায় যাওয়া যায়। আমি ঘুরে আসতে আসতে ঠিক করে ফেল।’

কমল লুবনার দিকে তাকাল। সে কমলের চেয়ে বেশি খোঁজ রাখে। সে কিছু বলছে না। কমলকে একসময় সরাসরি প্রশ্ন করতে হল, ‘আশুলিয়া যাবেন ? নদীর ধারে ?’

‘বেশ সময় লাগবে যেতে।’ বলল লুবনা।

তারমানে শান্ত যদি যথেষ্ট দিন থাকতে ফেরে তাহলে যাওয়া যাবে। শান্ত আস্বস- করল তাকে।

‘ওখানে বেশি সময় লাগবে না। তাড়াতাড়ি ঘুরে এসেই রওনা দেব।’

এইমাত্র রমজানের অফিসে এসে পৌছেছে শান্তরা। ভেতরের ঘরে বসে আছে মালিক, ম্যানেজার, শান্ত এবং ওসমান। সেলিম এবং নতুন আরেকজনকে থাকতে বলা হয়েছে বাইরের ঘরে। বাইরে অপেক্ষা করছে পুলিশ। ডাকলেই ঢুকবে। কেউ বাইরে যেতে চাইলে অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। এই মুহুর্তে ব্যবসায়িক কাজ বন্ধ।

শান্ত ম্যানেজারের দিকে ঘুরে কথা শুরু করল, ‘আচ্ছা, রমজান আপনার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর মারা গেল। অটোপসি বলছে বিষক্রিয়া। আপনি কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন ?’

‘আমি বুঝতে পারছি না।’ ম্যানেজার অসহায়ভাবে বললেন, ‘আমার বাড়িতে কোন খাবারের সাথে- আমি জানি না। এটুকু বলতে পারি, আপনি না থাকলে আমাকে এখন হাজতে থাকতে হত। আমি কিছুই প্রমান করতে পারতাম না।’

শান্ত বলল, ‘হুঁ, সেদিন আপনার বাড়ি থেকে বের হয়ে সে কোথায় গিয়েছিল বলতে পারেন ?’

ম্যানেজার বললেন, ‘আমার সাথে আসলে কোন কথাই হয়নি। আমি ব্যস- ছিলাম সারাক্ষন।’

‘উনিও তো ছিলেন সেদিন ?’

মালিকের দিকে ইঙ্গিত করল শান্ত।

ম্যানেজার বললেন, ‘হ্যাঁ, রমজান যখন চলে গেল তখন ও-ও চলে গেল। আসলে ওর আসার কথা ছিল না। তারপরও কিছুটা সময় দিতে পেরেছে। আমি খুব খুশী হয়েছি।’

মালিকের দিকে ঘুরল শান্ত। বলল, ‘আপনি কি বলতে পারেন এর পরের কোন ঘটনা ?’

‘কোন ঘটনা ?’

‘আপনি আর রমজান তো একই সময়ে বের হলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনারা বোধহয় একই এলাকায় থাকেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘সেজন্যই রমজান আপনার গাড়িতে উঠেছিল। যাওয়ার সুবিধে হবে বলে।’

মালিক উত্তর দিলেন না এই কথার।

ম্যানেজার বা ওসমান জানে না এখবর। অবাক হয়ে একবার শান্ত একবার মালিকের দিকে তাকাল দুজনই। রমজান এর গাড়িতে উঠে কোথাও গিয়েছিল ?

‘রমজানকে আপনার গাড়িতে উঠতে দেখেছে এমন লোক রয়েছে।’ তিনি কিছু বলতে যেতেই অস্বীকার করার পথ বন্ধ করে দিল শান্ত, ‘আপনি কি তাকে লিফট দেয়ার জন্য উঠিয়েছিলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনারা কি সরাসরি বাড়ির দিকে গিয়েছিলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘সোজা বাড়িতেই গিয়েছিলেন না অন্য কোথাও?’

‘সোজা বাড়িতে।’

‘আমি জানতে পারছি আপনাদের গাড়ি গেছে বিপরীত দিকে। যেখানে আপনাদের গাড়ি থাকে। আর আপনিও বাড়ি গেছেন স্কুটারে, ওই জিপ আপনার বাড়ি পর্যন্ত যায়নি।

মালিক নিরুত্তর। ফাঁদে পরেছেন তিনি।

শান্ত প্রশ্ন করল, ‘গাড়িটা ছেড়ে দিলেন কেন ?’

তিনি বললেন, ‘ড্রাইভার বলল ওর কি কাজ আছে। ওকে আটকে রাখতে চাইনি।’

সরাসরি তার দিকে চেয়ে থাকল শান্ত। লোকটা অনবরত মিথ্যে বলছে বুঝে গেছে সবাই। আরেকটু ভালভাবে সেটা বুঝতে দিল সবাইকে। তারপর মুখ খুলল সে। বলল, ‘গত কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন তার অনেকগুলোই একটার সাথে আরেকটা মেলে না। আপনি কি কিছু গোপন করতে চাচ্ছেন ?’

‘আমাকে অনেক কাজে ব্যস- থাকতে হয়। আমি ঝামেলা বাড়াতে চাই না-’ বিরক্তি দেখালেন তিনি।

শান্ত বলল, ‘আপনি তো ঝামেলার মধ্যেই রয়েছেন, তাই না ? নিজের তৈরী করা-’

‘কি বলতে চান ?’

এবারে ঝাঁঝালো শোনালো তার কন্ঠ। শান্ত পাত্তা দিল না তাতে। তিনি তাকালেন ওসমানের দিকে। ওসমানের মুখ নির্বিকার। বোঝা যাচ্ছে এর কথা ওসমানের ওপরে। সে এখানে কোন ভুমিকাই নিতে যাচ্ছে না।

শান্ত বলল, ‘সেদিন অফিস বন্ধ করার সময় আপনি ছিলেন না, কিন্তু সবাই চলে যাওয়ার পর অফিসে এসেছিলেন ?’

শান্ত এবার চেপে ধরেছে তাকে।

মালিক কিছুক্ষন চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। কোনভাবেই কাজ হচ্ছে না। বুঝতে পারছেন তার সময় ফুরিয়ে আসছে। শেষ চেষ্টা করলেন তিনি। বললেন, ‘আপনি কি নিশ্চিত ?

শান্ত বলল, ‘মোটামুটি। আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল সেদিন অফিস বন্ধ করা থেকে পরবর্তি ঘটনাগুলো খোঁজ করা। সৌভাগ্যবশত আমি অধিকাংশ ঘটনা জানতে পেরেছি। সেদিন অফিস থেকে ম্যানেজার চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরই আপনার গাড়ি সেখানে পার্ক করা হয়েছে।’

বলে একটু থামল শান্ত। পুরো ঘটনা নিশ্চিতভাবে তার জানা নেই। একে ফাঁদে ফেলে বাকিটা জানতে হবে। একটু থেমে বলল, ‘অবশ্য আপনার অফিসে আপনি আসবেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই না ?’

সহজ হল মালিকের মুখ।

তিনি বললেন, ‘তা-তো বটেই, আমি দেখতে এসেছিলাম অফিস ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা।’

‘আপনি কি তালা খুলে অফিসে ঢুকেছিলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তখনই টাকাগুলো সরান ?’

আবারও ভাবান্তর হল তার। তাকে খেলাচ্ছে এই লোক, বুঝে গেছেন তিনি।

এবারে কোন উত্তর দিলেন না। সোজা তাকিয়ে থাকলেন শান্তর দিকে। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন তিনি, বুঝতে বাকি থাকল না।

শান্ত বলল, ‘রমজান টাকা নেয়নি, কারন অফিস বন্ধ করার পর সে খালি হাতে ছিল। তাই না ম্যানেজার সাহেব ?’

ম্যানেজারের দিকে তাকাল শান্ত। ম্যানেজার মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কথা চালিয়ে গেল শান্ত, ‘এত পরিমান টাকা পকেটে লুকিয়ে রাখা যায় না। স্বাভাবিকভাবে অফিস বন্ধ করে চাবি সে ম্যানেজারকে দিয়েছে। আপনি এসে টাকা নিয়ে যখন বের হন তখন রমজানের সাথে কোনভাবে আপনার দেখা হয়ে যায়। আর সেটাই তার মৃত্যুর কারন।’

‘আপনি বানিয়ে বলছেন।’

‘আপনি খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ মিষ্টার আরিফ। আমি আপনাকে ঘটনাগুলো বলে যাই, কোন ভূল হলে ধরিয়ে দেবেন। . . সেদিন সবাই চলে যাওয়ার পর আপনি অফিসে ঢোকেন, আপনার ক্যাবিনেট থেকে ৫ লক্ষ টাকা নেন। দুর্ভাগ্যবশত রমজান আপনাকে দেখে ফেলে। হয়ত সে বাসের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিল, অথবা অন্য কোন কারনে আশেপাশেই ছিল।। আপনি বুঝতে পারেন পরদিন টাকার খোঁজ পরলেই সে আপনার কথা বলে দেবে। সেজন্যই তাকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। আপনি জানতেন সে ম্যানেজারের বাসায় দাওয়াত খেতে যাবে। সেখানে যাওয়ার কথা না থাকলেও আপনি যান। আপনার ম্যানেজারের বাড়িতে দাওয়াত শেষে আপনি তাকে লিফট দেয়ার কথা বলে গাড়িতে ওঠান এবং বিষ মেশানো পান খাওয়ান। তাই তো ?’

মালিক রাগতভাবে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

শান্ত বলে গেল, ‘এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। আপনার ড্রাইভার তার লাশ বাসষ্ট্যান্ডে রেখে আসে। আপনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন তার খোঁজে। আর আমাদেরকে এখানে দেখে আপনার ড্রাইভার অতি উৎসাহী হয়ে আমার ছোটভাইয়ের পিছনে লাগে। প্রথমে আপনার জিপ নিয়ে তার পিছনে পিছনে যায়, তারপর তাকে একা পেয়ে গাড়িচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। হয়ত সে আপনার কাছে আরো কিছু বখশিশ আশা করেছে তাই না ?’

‘আপনি কোর্টে প্রমান করতে পারবেন এসব কথা ?’ শেষ চেষ্টা করলেন তিনি।

শান্ত বলল, ‘কোর্টে প্রমান করার দায়িত্ব আমার না। সেটা যাদের কাজ তারা করবেন। আপনার গাড়ি এখন থানায়, ড্রাইভারও হাজতে। গাড়িতে রক্ত পাওয়া গেছে। সম্ভবত লাশের ট্রাংক থেকে পরেছে। সেটা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে রমজানের রক্ত। এর পর আপনি কোর্টে কি যুক্তি দেখাবেন ?’

‘আমার টাকা আমি চুরি করব কেন ?’

শান্ত বলল, ‘আপনার টাকা না মিষ্টার আরিফ। এতে ম্যানেজারের শেয়ার রয়েছে। তিনি তার হিসেব না বুঝে কখনোই আপনাকে ৫ লাখ টাকা নিতে দেবেন না।’

‘আপনি অনুমান করে কথা বলছেন। আপনার এই যুক্তি কোর্টে টিকবে না।’ আবারো কোর্টের কথা তুললেন তিনি।

শান্ত বলল, ‘ঠিক। কিন্তু আপনি ফ্লাট কেনার জন্য নগদ ৫ লাখ টাকা এডভান্স দিয়েছেন সে প্রমান তো রয়েছে। এই টাকার উৎস কি একটু বলবেন ? আপনার ম্যানেজার নিতান্ত ভদ্র বলে

কথাটা জেনেও গোপন রেখেছেন। বিষয়টা কোর্টে উঠলে এটা করবেন বলে তো আমার মনে হয় না।'

মালিক রাগতভাবে তাকিয়ে থাকলেন। শান্ত ওসমানের দিকে তাকাল। তাকে বলল, 'এর পরের কাজ আপনার। আচ্ছা একটু দাঁড়ান।'

মালিকের দিকে ফিরল শান্ত। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল, 'পাঁচ লক্ষ টাকার চোরকে ধরে দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার। সেটা পাব তো ?'

আবারো হীরে

বাড়িটা অনেক পুরনো। দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে, কোথাও কোথাও ফাটল দেখা যায়। বাইরের দেয়ালের অবস্থা দেখে মনে হয় সামান্য ধাক্কা দিলেই ইট খসে পরবে। তবে যায়গাটা একেবারে বনেদী এলাকায়। ধানমন্ডির মাঝখানে। বোঝা যায় একসময় এই পরিবারের অবস্থা ভাল থাকলেও বর্তমান অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোন হাউজিং কোম্পানীকে যায়গাটি দিয়ে দেননি।

নিশ্চয়ই অনেকে যোগাযোগ করে ফিরে গেছে। এমন যায়গায় এতবড় যায়গা তাদের চোখে পড়বেই।

বাড়ির মালিকের সাথে ড্রইংরুমে বসেছিল কমল আর শান্ত।

ভদ্রলোকের নাম আবদুস সামাদ। বয়স ষাটের ঘরে বলে মনে হয়। কিছুটা রোগা মনে হলেও অসুস্থ নন। মাথায় ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল, দাড়িগোফ পরিস্কার করে কামানো। পেটটা একটু মোটাই, ছোটখাট ভুড়ি বলা যেতে পারে। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকায় সেটা আরো বেশি মনে হচ্ছে।

কথা বলার সময় প্রায়ই নাক কুঁচকে রাখেন। তবে কথা বলেন হিসেব করে, ফলে নাক কোঁচকানো কম।

তিনি সম্ভবত নিজেকে ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করছেন, মনে মনে ভাবল কমল। কমলের বিচারে তিনি চিনি-ত এবং বিমর্ষ। এই মুহূর্তে তিনি চেয়ারে বসে চেয়ে আছেন নিজের পায়ের রাবারের স্যান্ডেলের দিকে। যেন সেটাতে কোন সমস্যা হয়েছে তাই দেখছেন পা ঘুরিয়ে। দুহাত একসাথে করে কোলের ওপর রাখা। ডান্তবাম দুহাতেই অনামিকায় একটি করে আঙটি। বেশ বড় আকারের পাথর লাগানো। ডানহাতেরটা ঘোলাটে সাদা রঙের, বামহাতেরটা সবজেটে।

ওরা বসে আছে গদি দেয়া বেতের চেয়ারে। সামাদ সাহেব বসেছেন কাঠের চেয়ারে।

শান্তর হাতে একজন মহিলার ছবি। পোষ্টকার্ড সাইজের রঙির ছবি। বেশ কয়েকবছর আগের তোলা। রঙ হাল্কা হয়ে গেছে, কাগজ হলদেটে হয়ে গেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাঝবয়সী মোটাসোটা, হাসিখুশি একজন ভদ্রমহিলা সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। সামাদ সাহেবের স্ত্রী।

কমল জানে শান্তর দ্রষ্টব্য মহিলা নন। তার গলায় যে নেকলেস রয়েছে সেটা। ছোট, গলার সাথে লাগানো, পেছনদিকে সোনালী-কালো মেশানো রঙের মোটা সুতা কিংবা এজাতিয় কিছু দিয়ে বাঁধা। গলার ঠিক সামনে পাঁচটা পাথর। মাঝেরটা বড়, তার দুপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি, একেবারে বাইরে আরো ছোট দুটি। এমনভাবে বসানো যে পাথগুলিকে চারকোনা মনে হচ্ছে। আলো পরে জ্বলজ্বল করছে পাথরগুলি। ছবিটা উঠানো হয়েছে খুব সুন্দর আলোতে। কোথাও আলোর কমবেশি নেই। মহিলার পিছনে বুক সমান উচু সাদা দেয়ালের ওপর একটা ফুলের টব। বেগুনি রঙের ফুল ধরে রয়েছে তাতে। দেয়ালের পিছনদিকে ঘন সবুজ গাছপালা। অন্য কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না।

‘মাঝখানের বড়টা ডায়মন্ড, অন্যগুলো কি ?’ ছবিটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

স্যান্ডেলের দিক থেকে মুখ ফেরালেন ভদ্রলোক। বললেন, ‘সবগুলোই ডায়মন্ড।’

‘খুব দামী নিশ্চয়ই ?’

‘আমি ডায়মন্ডের দাম জানি না। মনে হয় দামি।’

বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যেতে পারে সেকথা বুঝাচ্ছেন, বুঝে নিল কমল। উনি এটা বিক্রির চিন্তা করেননি কখনো, সেকারনেই দাম জানাও প্রয়োজন মনে করেননি।

কমল তাকিয়ে আছে টেবিলে রাখা ছবিটার দিকে। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সবসময় ওটা গলায় পরে থাকতেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব সাজগোজ করেন না। পড়নের অন্য কোনকিছুই এই বিশেষ গহনার সাথে মানায় না। এমনকি কানের দুলও এরসাথে বেমানান। হাত উচু করে রাখায় একহাতে মোটা চুড়ি দেখা যাচ্ছে, সেটাও গলার গহনার সাথে মানায় না।

ভদ্রলোকও তাকিয়ে আছেন ছবিটার দিকেই।

‘আমাদের দেশে এধরনের গহনা দেখা যায় না, দেখে আফ্রিকান মনে হচ্ছে।’ শান্ত কথা শুরু করল।

‘হ্যাঁ, আফ্রিকান। আমার বাবা কঙ্গোতে ছিলেন একসময়। উনি ডাক্তার ছিলেন। একসময় তাকে কেউ এটা উপহার হিসেবে দেয়। আমার কাছে আছে অবশ্য বহুদিন থেকে। বলতে পারেন ছোটবেলা থেকেই।’

‘খুব বেশী মানুষ কি এটার কথা জানে ?’

‘এই বাড়ির সবাই জানে, বন্ধুবান্ধবরাও জানে। আরো কাউকে কাউকে দেখিয়েছি। সে হিসেবে অনেকেই জানে।’

‘এটা চুরি হয়েছে আপনার আলমারি থেকে। বাইরের কারো পক্ষে সেটা করা বোধহয় কঠিন ?’

‘কঠিন, তবে একেবারে অস্বাভাবিক না। আমার জানালার গ্রীলটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটার মাপে একটা তৈরী হচ্ছে। এই মুহুর্তে জানালায় গ্রীল নেই বলে সহজেই ঢোকা যায়।’

‘রাতে কেউ ঢুকতে পারে ?’

‘ঘরে মানুষ থাকলে নিশ্চয়ই কেউ ঢুকবে না। আমার ঘুম খুব পাতলা।’

‘গতরাতে আপনি ফিরেছিলেন কখন ?’

‘নটার দিকে। এসে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরেই ছিলাম। রেডিও শুনছিলাম। আমি রেডিওটা নিয়মিত শুনি। বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা দুইই।’

‘আপনার বাড়ির সদস্যদের সম্পর্কে জানাবেন ?’

কমল ভালভাবে লক্ষ্য করল ভদ্রলোককে। তিনি নিজেই ডেকেছেন শান্তকে। কিভাবে সবকিছু বলতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন অবশ্যই। কমলের সেটাই মনে হল। বেশ সাজানো, অল্প কথার বর্ননা।

ভদ্রলোক শুরু করলেন, ‘বাড়িতে আমি, আমার ছেলে কামাল, ভাগ্নি ফরিদা আর কাজের লোকজন। কামাল মাষ্টার্স কমপ্লিট করেছে, ব্যবসার চেষ্টা করছে। কি ব্যবসা আমি ঠিক জানি না। একেক সময় একেক দিকে যায়। কোনটাতেই ভাল ফল নেই। মনেহয় ব্যবসার অবস্থা ভাল না, মাঝে মাঝে আমার কাছে টাকা নেয়। দুদিন আগে ২০ হাজার টাকা চেয়েছিল, দেইনি। ওর কিছু কুসঙ্গ রয়েছে।

ফরিদার বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা যায় যখন ওর বয়স পাঁচ বছর। তখন থেকেই এখানে আছে। বাড়ির সবকিছু ওই দেখাশোনা করে। খুব ভাল মেয়ে। ওকে সন্দেহ করার কোন কারন দেখি না। একজন কাজের মেয়ে আছে, রান্নাবান্নার কাজ করে। মাসছয়েক হল আছে। ওকেও খুব বিশ্বাসি বলে জানি। কাজের লোক রহিম বাজার করা থেকে শুরু করে বাইরের সব কাজ করে। ও আছে আমার ছোটবেলা থেকে।’

তারমানে নিজের ছেলেকে সন্দেহ করছেন। সেকথাই মনে হল কমলের। তার ছেলে কি ব্যবসা করছে জানেন না, মাঝে মাঝে হাত পাতে তার কাছে, কদিন আগে ২০ হাজার টাকা চেয়ে পায়নি। তখন কথা কাটাকাটি হতে পারে। গহনাটা চুরি করে প্রয়োজন মিটিয়েছে।

তিনি যদি সেটা জানেনই তাহলে গোয়েন্দা ডেকেছেন কেন ? সরাসরি তাকে ধরলেই তো পারেন। নাকি আরো বিষয় রয়েছে এতে ? কমল মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল দুজনের কথাবার্তা।

‘বাইরের লোকজন কেমন আসে ?’ জানতে চাইল শান্ত।

‘আমার কাছে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া কেউ আসে না। গতকাল সন্ধ্যায় একজন এসে অপেক্ষা করে বসেছিল আমার জন্য। ঘন্টাখানেক বসে থেকে চলে যায়। সাতটা থেকে প্রায় আটটা পর্যন্ত বসেছিল ড্রইংরুমে।’

‘উনার পরিচয় ?’

সামাদ সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, ‘এখানে একটু খটকা আছে। এরা কেউই নাম বলতে পারছে না। আমার কাছে যারা আসে তারা আমার সাথেই কথা বলে, অন্যরা খুব একটা মাথা ঘামায় না। কেউ নাম জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করে না। চাকরটা বলল আগেও কয়েকবার এসেছে, মুখ চেনে বলেই বসতে দিয়েছে। যেই হোক, পরে যোগাযোগ করেনি।’

‘আপনার কি অনুমান ?’ প্রশ্নটাকে ধরে রাখল শান্ত।

সামাদ সাহেব বললেন, ‘ওরা যে বর্ননা দিচ্ছে তাতে নির্দিষ্ট করে একজনকে বেছে নেয়া কঠিন। বয়স আমার মত, মোটাও না পাতলাও না, আমার হাইট, মাথায় চুল কম, পাজামা-পাঞ্জাবি পড়নে। এমন বর্ননার কয়েকজনকে পাওয়া যাবে।’

‘যারা হতে পারেন তাদের নাম পরিচয় জানলে আমার সুবিধে হবে।’

মনে হল সামাদ সাহেব নিজেও এর পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করছেন। বললেন, ‘আমার ধারনা লিয়াকত হোসেন অথবা মোশাররফ এদুজনের কেউ। লিয়াকতের স্যানিটারি ফিটিংসের দোকান, গ্রীন রোডে। মোশাররফের নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। সাধারনভাবে মিডলম্যান বলতে পারেন। জমি বিক্রি থেকে শুরু করে টেন্ডারের সাপ্লাইয়ের কাজ সবই করে।’

‘আপনার কাছে কার আসার সম্ভাবনা বেশি ?’

আসলে জানতে চাইছে তার কাছে কেন আসবে, মনে হল কমলের। এই ভদ্রলোক নিজে কি করেন তা এখনো সরাসরি বলেননি। বলেছেন চাকরি করেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলতে দোকান থেকে শুরু করে বহুকিছু বুঝায়। শান্ত যদি বলে গোয়েন্দাগীরির ব্যবসা করে তাতেও ভুল হয় না।

সামাদ সাহেব বুঝেছেন প্রশ্ন। বললেন, ‘গতকাল আমার এক যায়গায় জিনিষপত্র দেখার কথা ছিল। অকশানে বিক্রি হবে এমন জিনিষপত্র। বাতিল হয়ে যাওয়া ইলেকট্রনিক গুডস, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফার্নিচার এইসব। আমি এগুলো অকশানে কিনে বিক্রি করি। দুজনেই আগে আমার কাছ থেকে জিনিষপত্র কিনেছে। দুজনেই জানে এই কাজের কথা।’

কমল চারিদিকে একবার চোখ বুলাল। পুরনো জিনিষ কিনে বিক্রি করলে তার কিছুকিছু বাড়িতেও ব্যবহার করার কথা। এবারে চোখে পরল সেগুলি। ঘরের সোফা, কার্পেট মনেহয় কোন বিদেশী অফিস থেকে কেনা। কার্পেট বাতিল করেছে এক কোনায় মস- একটা লম্বা কাটা দাগ আছে বলে। একদিকে সেলফের ওপর সম্ভবত নষ্ট ওভেন। একটা ভিডিও রেকর্ডার। এগুলো ঠিক করার চেষ্টা করে সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছেন। সেকারনে বিক্রি হয়নি।

শান্ত তার মনোযোগ কেন্দ্রিভুত করেছে অচেনা এই আগন্তুকের দিকে। জিজ্ঞেস করল, ‘যিনি এসেছিলেন, তিনি একাই বসেছিলেন ?’

সামাদ সাহেব বললেন, ‘বাড়িতে ফরিদা আর কাজের মেয়ে ছিল। ওরা কেউ বাইরের কারো সাথে আলাপ করে না। টিভি চালু করে কাজের মেয়ে চলে যায়। উনি একাই ছিলেন।’

‘তাদের না জানিয়ে তো আপনার ঘরে যাওয়া যায় ?’

‘তা যায়।’

‘আপনি এদুজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেননি তাদের কেউ এসেছিল কিনা ? সেটা বোধহয় সহজেই করা যায় ?’

সামাদ উত্তরে বললেন, ‘লিয়াকতকে ফোন করেছিলাম। ওর কথা শুনে মনে হল না সে এসেছিল। মোশাররফকে পাইনি। ভোরে খুলনা গেছে।’

‘গহনাটার কথা কি এরা দুজন জানে ?’

‘তা জানে। দুজনেই কিনতে চেয়েছিল। মোশাররফ রীতিমত অসন্তুষ্টই ছিল বিক্রি না করায়। একজন বিদেশী কাষ্টমার ঠিক করেছিল।’

‘কতদিন আগের ঘটনা সেটা ?’

‘মাসখানেক হবে।’

‘এই দুজন ছাড়া, অন্য কেউ কি আসতে পারে ? মানে সাধারনভাবে এই বাড়িতে আসে এমন কেউ ?’

‘আমার কাছে অন্য কেউ আসে না। কামালের দুচারজন বন্ধু আসে, সাধারনত ভেতরে ঢোকে না। বাইরে থেকে ডেকে চলে যায়। একজন আসে ভেতরে। নাম সিজান। বড়লোকের ছেলে। উচ্ছন্নে যাওয়া। নেশাটেশা করে মনে হয়। ব্যবহারে কথাবার্তায় খুব ভাল, লোক ভুলাতে জানে। সামনে থাকলে ওকে খারাপ ভাবা কঠিন। কিন্তু ভালভাবে দেখলে কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা যায়। সুযোগ পেলে যে কোন কাজই করতে পারে।’

‘সে কি নিয়মিত আসে ?’

‘ঠিক বলতে পারি না। আমি সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরি। বেশ কয়েকদিনই দেখেছি।’

‘চুরিটা ঠিক কোন সময় হয়েছে বলে মনে হয়।’

‘গতরাতের আগের রাতে ওটা ছিল। আজ সকালে অফিসে যাওয়ার আগে আমি আলমারিটা খুলেছিলাম, তখন মনে হল কেউ সেটা খুলেছে। চেক করতে যেয়ে দেখলাম ওটা নেই।’

‘তারমানে গতকাল সারাদিন আর আজকের রাত এরই মধ্যে ঘটনা ঘটেছে।’

‘সম্ভবত।’

‘অন্য কিছুতে হাত দেয়নি ?’

‘না। অন্য কিছু হারায়নি। নগদ টাকা ছিল, তাও ঠিকমত আছে।’

‘আলমারি নিশ্চয়ই তালা দেয়া থাকে।’

‘হ্যাঁ, তবে চাবি কাছাকাছিই থাকে। খোলা খুব কঠিন কাজ না।’

‘যদি জানা থাকে অথবা যথেষ্ট সময় থাকে ?’

শান্ত কি ইঙ্গিত করছে বুঝতে সময় লাগল না তাঁর। সংক্ষেপে বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন ?’

‘খুবএকটা লাভ হবে বলে মনে হয়না। শুধু শুধু লোকজন জানাজানি হবে কাজের কাজ হবে না কিছুই। কিছু টাকা খরচ করতে হলেও আমার আপত্তি নেই, জিনিষটা ফেরত পেতে চাই।’

কমল ধরতে পারল না কথার অর্থ। ভাবল শান্ততে তার কাজের ফি দেয়ার কথা বলছেন। পর মুহুর্তে শান্ত যে প্রশ্ন করল তাতে সে অবাক হল। শান্ত বলল, ‘আপনি বলছেন, যে নিয়েছে সে যদি কিছু টাকার বিনিময়ে ফেরত দেয় তাহলেও আপনার আপত্তি নেই ।’

‘হ্যাঁ। সেজন্যই জানা দরকার সেটা কে।’

একদৃষ্টিতে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে শান্ত। তাকে বোঝার চেষ্টা করল কমল।

শান্তও কি তার ছেলেকে, মানে কামালকে সন্দেহ করছে। সন্দেহ করলেও নিশ্চয়ই নিশ্চিত ধরে নিচ্ছে না। এই লোকও নিশ্চিত ধরে নেয়নি। ধরে নিলে শান্তকে খোঁজ করত না।

শান্ত তখন বলছে, ‘আমি আপনার ঘর এবং বাড়ির চারিদিক একটু দেখব ।’

‘অবশ্যই।’

‘আগে আপনার ঘরটা দেখে নিই, তারপর বাইরে দেখব।’

‘চলুন।’ বলে উঠলেন তিনি।

ওরা উঠে তার ঘরে গেল। অনেক যায়গা নিয়ে একতলা পুরনো বাড়ি। বিশাল বিশাল ঘর। বহুদিন মেরামত করা হয়নি, রঙ করাও হয়নি। বাইরের দেয়ালে শ্যাওলা দেখেছে কমল, ভেতরের দেয়ালের অবস্থাও করুন। মনেহয় ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছেনা।

ভদ্রলোকের শোবার ঘরটা ড্রইংরুমের পাশেই, বামদিকে। দরজা বারান্দার দিকে। বিশাল আকারের ঘর। ঘরে বড় খাট, একটা ষ্টিলের আলমারী, একটা কাঠের আলমারী, আলনা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি রয়েছে। দেয়ালে সরকারী ক্যালেন্ডার, একটা দেয়াল ঘড়ি। শান্ত ঘরটা ঘুরেফিরে দেখল। জানালার কাছে এসে বাইরে দেখল। জানালার পাশেই বাগান। ভদ্রলোকের কথামত জানালার গ্রীল খোলা। কাঠের পাল্লার অবস্থা তথৈবচ। ধাক্কা দিলেই খসে পরবে।

কমলের একবার মনে হল রহস্যজনক চুরির সবরকম পথ ভদ্রলোকই তৈরী করে রেখেছেন। জানালায় গ্রীল নেই, তিনি ফেরেন অনেক রাতে, একজন পরিচয়হীন অতিথি দুঘন্টা কাটিয়ে গেছে বাড়িতে, অন্য কে বাড়িতে আসে তাদের খোঁজও রাখেন না। আর প্রত্যেকেই তার মুল্যবান গহনাটার কথা জানে।

‘রাতে এই জানালা খোলা থাকে ?’ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘না।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। বাইরে দেখব একটু।’

সকলে বারান্দায় এল। শান্ত নেমে পরল নিচে। পুরো যায়গার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বাড়ি, চারিদিকেই ফাঁকা যায়গা, বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে। পেয়ারা এবং বাতাবী লেবু চিনল কমল। একটা করমচা গাছ। আরেকটা কিযেন বিশাল গাছ রয়েছে, নাম জানা নেই ওর। লম্বালম্বা ঘাস ছেয়ে আছে চারিদিকে। অপরিচ্ছন্ন।

‘কমল, এখানে দাঁড়া, আমি দেখে আসি।’ বলেই জানালার বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করল শান্ত।

সামাদ সাহেবও যেন বুঝলেন তাকে যেতে নিষেধ করা হল। অথবা তার আগ্রহ নেই সাথে যাবার। তিনি কমলের দিকে ঘুরে বললেন, ‘চল ওখানে বসি।’

বারান্দার দুরের দিকে দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। সেখানে বেতের চেয়ার পাতা। বসল দুজন। কমল এতক্ষন কোন কথাই বলেনি। ভদ্রলোকও বোঝা যাচ্ছে চাপা স্বভাবের মানুষ। অন্তত তার বয়সীদের সাথে আলাপে আগ্রহী নয় মোটেই। কিন্তু এভাবে চুপচাপ বসেও থাকা ভাল দেখায় না। কথা শুরু করলেন তিনিই।

‘কিছু খাবার দিতে বলি ?’ কমলকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কমল হাসল, ‘জ্বি-না, আমরা একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছি।’

‘ও’ বলে চুপ করে গেলেন তিনি।

চারিদিকে তাকাল কমল। চুরি হওয়ার জন্য যেন মানানসই বাড়ি। যে কোন দিক থেকে দেয়াল টপকে কেউ ঢুকে পরতে পারে। এখানে সেখানে গাছ, শ্যাওলাধরা দেয়াল, অপরিচ্ছন্ন। যেকোন ধরনের রহস্যের সাথেই মানিয়ে যাবে এই বাড়ি।

শান্ত বাগান ঘুরে ঘরের বাইরে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালার ঠিক নিচে ঘাসগুলো পরীক্ষা করল। কেউ হেঁটে এলে তার চিহ্ন থাকার কথা। সামাদের ঘর ছাড়াও অন্যান্য জানালার কাছে পরীক্ষা করে দেখল সে। একটা জানালার কাছে অনেকক্ষন সময় নিয়ে সে দেখল। মানুষের হেঁটে চলার দাগ রয়েছে সেখানে। তবে সেটা কোন ঘরের জানালা বোঝা গেল না। জানালাটা এখন বন্ধ। সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষন। নির্দিষ্ট জুতার ছাপ দেখা যাচ্ছে এক যায়গায়। বেশ ভারী পায়ের চাপ। পায়ের মাপটাও বড়। যেদিক দিয়ে হেঁটে গেছে সেদিকে অনুসরন করল শান্ত। খুবই অস্পষ্ট হলেও বোঝা গেল বাইরের নিচু দেয়াল টপকে কেউ ঢুকে এই পর্যন্ত এসেছিল। এবং সেখানে অপেক্ষা করেছে। অন্তত কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

বাইরের দেয়ালের কাছে যেয়ে সেখানটা ভাল করে দেখল শান্ত। ছোট্ট একটা লাফ দিয়েই ভেতরে ঢোকা সম্ভব। এতই সহজে যে রাস্তার লোকজনও সন্দেহ করবে না।

সারা বাগান ঘুরে দেখল। তারপর ঘুরে বারান্দার দিকে আসতে লাগল। কমলদের কাছে এসে আরেকটা চেয়ারে বসল সে।

‘রাতে সবগুলো জানালাই কি বন্ধ থাকে ?’ জানতে চাইল সে।

‘সম্ভবত। নিচতলায় জানালা খোলা রাখা যায় না।’

‘কোন ঘরে কে থাকে ?’

‘আমার ঘরের পাশের ঘরেই থাকে ফরিদা। উত্তরদিকের ঘরে থাকে কামাল। রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা ঘর আছে, ওখানে কাজের মেয়ে থাকে। রহিম থাকে এই ঘরে।’ হাত দিয়ে একটা খোলা জানালা দেখালেন তিনি। ‘আরো ঘর আছে, কয়েকটাতে জিনিষপত্র রাখা, খোলা হয়না। একটাতে অতিথি আসলে থাকে। ওটাও এমনিতে তালা দেয়া থাকে।’

‘সব ঘরেই বাইরের দিকে জানালা আছে দেখা যাচ্ছে। ওই জানালাটা কোন ঘরে ?’ হাত তুলে যেখানে পায়ের ছাপ দেখেছে সেটা দেখাল শান্ত।

‘ও, ওটা রান্নাঘর।’

‘আপনাদের কাজের মেয়ে, ওর নাম কি ?’

‘পরী।’

‘ওর বয়স কত ?’

‘২১-২২ হবে।’

‘রাতে ওর সাথে দেখা করতে আসার মত কেউ আছে ?’

সামাদ অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে। তাকিয়েই থাকলেন। তার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। বেশ সময় নিলেন উত্তর দিতে।

‘এরকম কিছু হওয়া খুব দুর্নামের কথা। আমার জানা নেই।’

‘আপনার ভাগ্নি কখনও কিছু বলেনি ? সে জানতে পারে।’

‘না, তাহলে বিদায় করে দিতাম।’

‘এই বয়সে সাধারনত গরীব মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন ?’

‘বিয়ে হয়েছিল শুনেছি, তার সাথে সম্পর্ক নেই। আমার পরিচিত একজনের বাসায় ছিল আগে। তার কথা শুনেই ওকে রেখেছি।’

‘সেটা কে ?’

‘আমার ছোটবেলার বন্ধু। নাম বনি ইসমাইল। মালিবাগে থাকে।’

‘উনি কি করেন ?’

‘ট্রাভেল এজেন্ট। বিজয়নগরে অফিস। ইউনিক ট্রাভেলস।’

‘আচ্ছা। আপনার ছেলে ব্যবসার চেষ্টা করছে বললেন। কি ধরনের ব্যবসা ?’

‘আমি ঠিক জানি না। একেক সময় একেক ব্যবসার পিছনে দৌড়ায়। তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া যায় এমন কিছু। আমার এসব পছন্দ না, ওকে সেটা জানিয়েছি। আমার সাথে খুব একটা আলাপ হয় না এসব বিষয়ে।’

‘কিন্তু সে আপনার ছেলে। সে যেন ভাল কিছু করে সেটা দেখা তো আপনার দায়িত্ব।’

‘ঠিকই। আমি যতটা বলার বলেছি। ও ব্যবসা করতে চায়, তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে চায়। আমার অফিসে কাজের কথা বলেছিলাম, উত্তরে বলেছে স্বাধীনভাবে কিছু করবে। আমি বুঝতে পারি ও নিজে ব্যবসা করতে পারবে না। ওর সি'রতা নেই। টাকা ঢাললে সেটা ফেরত আসবে না।’

‘আপনার ছেলের বন্ধু, সিজান নাম বললেন, সে কি করে ?

‘যতদুর জানি উল্লেখ করার মত কিছু করে না। বাপের যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে তাতেই চলে যায়।’

‘উনি কি করেন ?’

‘এক কথায় ব্যবসায়ী বলা যায়। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা।’

‘যেমন ?’

‘সরকারী অফিসে জিনিষপত্র সাপ্লাই দেয়, ওপরের দিকে ভালো যোগাযোগ আছে, বিদেশ থেকে জিনিষপত্র ইমপোর্ট করে দেয়, অন্যের। আরো কি কি ব্যবসা আছে। আমার সাথে খুব বেশী যোগাযোগ নেই।’

‘আপনার সাথে পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ, একসময় বন্ধুত্ব ছিল বলতে পারেন। এখন যোগাযোগ নেই।’

‘ওনার ঠিকানা দিতে পারবেন ?’

‘লিখে দিচ্ছি।’

‘আচ্ছা, আজকের মত উঠি। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখি, যা হয় সাথেসাথে জানাব। ঠিকানাটা ?’

‘দিচ্ছি।’

তিনি উঠে ভেতরে গেলেন। শান্ত কমলের দিকে তাকাল। কমলও তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

‘ওটা কি খুব দামী ?’ ভদ্রলোককে শান্তর করা প্রশ্নটাই আবার করল কমল নিজেদের ঘরে বসে।

‘মনে হয়। কঙ্গো হিরের দেশ। ওখানে কেউ যদি উপহার হিসেবে হিরে দেয় তাহলে সেটা রেয়ার কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। তোর কাকে কাকে সন্দেহ হয় ?’

‘সবাইকে।’ সাথেসাথেই বুত্তর দিল কমল।

‘সবাইকে মানে ?’ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল শান্ত, ‘একথার তো কোন অর্থ হয় না। এক এক করে বল।’

কমল বলল, ‘ওনার ছেলে। তার টাকা দরকার। ওটা বিক্রী করে টাকার ব্যবস্থা করতে পারে।’

‘তারপর ?’

‘কাজের মেয়ে। পরী না কি নাম। গরীব মানুষ -লোভ থাকতেই পারে। তাছাড়া তুমি বললে রাতে ওর কাছে কেউ দেখা করতে এসেছিল।’

‘ওর সাথে দেখা করতে এসেছিল বলিনি, কেউ একজন এসেছিল। কার কাছে জানি না। তবে সামাদ সাহেবের ঘরে না। রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষন। সাধারন চোর না।

দামী জুতা পায়ে। বেশ বড় পা, মনে হয় হোসেনের চেয়ে লম্বা। নরম মাটির ওপর চিহ্ন থেকে গেছে। নেক্সট-’

‘সেই পরিচয়হীন ভদ্রলোক। অবশ্য ভদ্র বলা যায় কি-না জানি না। এসে দুঘন্টা বসেছিলেন একা একা, তারপর আর যোগাযোগ করেননি।’

‘কে হতে পারে ?’

‘লিয়াকত হোসেন অথবা মোশাররফ হোসেন।’

‘কে কি করে ?’

‘লিয়াকত হোসেনের স্যানিটারী ব্যবসা, গ্রীনরোডে দোকান। মনেহয় গ্রীন সুপার মার্কেটে নিচতলায়। ওখানে বহু দোকান আছে। আশেপাশেও হতে পারে। মোশাররফের ফটকাবাজির ব্যবসা। এর জিনিষ ওরকাছে বিক্রি করে। দুপক্ষেই লাভ পায়।’

‘আর-’

‘আর-ওনার ভাগনীকে বোধহয় বাদ দেয়া যায়-’

‘একেবারে বাদ দেয়ার কোন কারন কি আছে ? কাজের মেয়ের কাছে না এসে তার কাছে আসতে পারে। সে ওটা পাচার করে দিতে পারে জানালা দিয়ে।’

‘কিন্তু তার টাকা দরকার হল কেন, যে চুরি করতে হবে ? ওনার কথামত, সে বাইরে কোথাও যায় না, কারো সাথে মেশে না। তার এধরনের চুরি করার সম্ভাবনা কতটুকু ?’

সোফায় হেলান দিল শান্ত, ‘অন্তত তার ছেলের চেয়ে সম্ভাবনা বেশী। ভালকরে ভেবে দেখ। যদি তার ছেলেই হয়, তাহলে জানালা দিয়ে আরেকজনের কাছে পাচার করবে কেন। সে নিজেই পকেটে করে নিয়ে যেতে পারে। রাতে আসা ওই লোকটার কাছে যদি কেউ ওটা পাচার করে তবে সেটা অবশ্যই তার ছেলে না।’

কমল কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। সবসময়ই সুত্র ধরিয়ে দেয়ার পর মনে হয় এটাই ঠিক। একটু আগে কথাটা মাথায় এলেই হত। সে নিজেই বলতে পারত।

‘তারপর, আর কে ?’ আবার জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘সেই সিজান। সে নিয়মিত আসে। নিজের ইনকাম নেই, নানাধরনের খরচ আছে। সুযোগ পেলে চুরি করতেই পারে।’

‘আর ?’

‘সেই বনি ইসমাইল, ইউনিক ট্রাভেলস এর মালিক। সেই তো কাজের মেয়েকে দিয়েছে। চুরি করার জন্যই তাকে পাঠাতে পারে। হয়ত অনেকদিন থেকে লোভ ছিল ওটার ওপর।’

‘বেশ বলেছিস। দুবছর ধরে অপেক্ষা করেছে সেজন্য।’ হেসে ফেলল শান্ত।

‘কিন্তু তুমি সিজানের বাবার ঠিকানা নিলে কেন ? সে নিশ্চয়ই তার ছেলেকে দিয়ে চুরি করাবে না। চুরি করলে তার ছেলে নিজেই করবে। যাই হোক সে-তো, মানে প্রাপ্তবয়স্ক।’

‘প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু বাপের বাড়িতেই থাকে, না-কি ?’

‘ কথা শুনে তাইতো মনে হল।’ কমল আমতা আমতা করল।

’তারমানে তার বাপের ঠিকানা হচ্ছে তার ঠিকানা।'

‘আচ্ছা, চুরিটা দিনে হয়েছে না রাতে ? দিনেও তো হতে পারে ?’ কথা ঘুরাল কমল।

‘হতে পারে। দেয়াল টপকে কারো জানালার কাছে আসাটাই রহস্যজনক। এটা রাতের কাজ। জানা দরকার সেটা কে। আচ্ছা চল, একবার ইউনিক ট্রাভেলস থেকে ঘুরে আসি। ওখানে খুব সহজে যাওয়া যায়।’ সোজা হয়ে উঠে বসল শান্ত, ‘এদিক থেকেই শুরু করি। লোকটাকে দেখে আসি। আমার ওয়েনব্রেনার জুতার ছাপ কেমন হয় জানিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওখানে যে ঢুকেছিল সে একই জুতা পায়ে দিয়েছিল। চল- কোথায় বেড়াতে যাব ?’

‘মালয়েশিয়া।’

ইউনিট ট্রাভেলস এর অফিসটা ছোট্ট। নিচতলায়। কাঁচের ওপর লাল রঙ দিয়ে নাম-ঠিকানা লেখা। যখন শান্ত আর কমল অফিসে ঢুকল তখন সেখানে দুজন ক্লায়েন্ট বসে অপেক্ষা করছে। মনেহল কোন কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ছোটমত একটা ঘর। দরজা ছাড়াও বাইরের দিক পুরোটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। রাস্তা দেখা যায় ভেতর থেকে। দুকোনে পর্দা দেখা গেলেও সেগুলো টেনে দেয়া হয় বলে মনে হচ্ছে না। পর্দার ভাজ অনুযায়ী পুরু ধুলো জমেছে। ভেতরের দিকে একটা দরজা দেখে বোঝা যায় ভেতরে অন্তত আরেকটা ঘর রয়েছে। সামনেই ডেস্কে একজন লোক বসে আছে। শুধু বসেই আছে। হাতের কাছে টেলিফোন। পাশে আরো দুজনের বসার যায়গা, সেখানে কেউ নেই। ওরা ঢুকতেই সে হাসিমুখে তাকাল।

‘আমি ইসমাইল সাহেবের সাথে দেখা করব। উনি কি আছেন ?’ তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

‘জ্বী, আপনার পরিচয় কি বলব।’

হাসিটাকে অভ্যেসে পরিনত করে ফেলেছে, মনে হল কমলের। রোগা, কালো, লম্বাটে চেহারা। মাথার চুলগুলো অদ্ভুতভাবে লেপ্টে রয়েছে মাথার সাথে। মনে হচ্ছে ভেজা। সাদা সার্টের ওপর লাল টাই। তার ওপর এই পারমানেন্ট হাসি।

শান্ত বলল, ‘বলুন ওনার বন্ধু সামাদ সাহেবের কাছ থেকে আসছি।’

‘একটু বসুন।’

হাসি না থামিয়েই সে ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওরা সেখানেই চেয়ারে বসল। চারিদিকে তাকাল কমল।

দেয়ালে বিভিন্ন দেশের ছবি টাঙানো। একটা পোষ্টারে ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার, বিগবেনের ছবি। আরেকটা পোষ্টারে সিডনী অপেরা হাউজের ছবি। বাংলাদেশের ছবিও রয়েছে। শর্ষে খেত, নদীতে পালতোলা নৌকা, দোয়েল, শিমুল ফুল, চা বাগান।

একটুপরই ফিরে এল লোকটা। এখনও হাসি আঁকা রয়েছে মুখে। ভেতরের দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘আসুন।’

লোকটার পিছনে পিছনে ওরা ভেতরের ভেতরের ঘরে ঢুকল। সেখানে বনি ইসমাইল বসে আছেন তার চেয়ারে। ভদ্রলোক বয়স্ক, রোগাপাতলা, ছোটখাট গড়ন। দেখেই সামাদ সাহেবের কথা মনে হল কমলের। ওরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

‘আসুন আসুন।’

শান্ত হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল, ‘আমার নাম শান্তনু হক। সাংবাদিক।’

‘হ্যাঁ, বসুন।’

টেবিলের এপাশে কয়েকটা চেয়ার। বোঝা গেল লোকজন এখানে বসে তার সাথে কথা বলে। ওরা বসল সেখানে। তিনি নিজেও বসলেন তার খয়েরী রঙের বিশাল চেয়ারে।

কমল তাকাল দেয়ালে ঝুলানো একটা ছবির দিকে। বনি ইসমাইলের ঠিক মাথার ওপর দেয়ালে লাগানো। সমুদ্রের ধারের ছবি। নারিকেল গাছ। সমুদ্রের নীল পানি। সাঁতারের পোষাক পড়নে কয়েকজন লোক। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কয়েকজন হাঁটছে। এখানে ওখানে ছাতার মত ছাউনি। একযায়গায় গাছপালা ঢাকা একটা কুড়েঘর দেখা যাচ্ছে। পরিস্কার ঝকঝকে রঙ চারিদিকে।

‘সামাদ সাহেব আপনার কথা বললেন, তাই এলাম। বাইরে যাওয়ার বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ চাই।’ ঠিক সামনের চেয়ারে বসে হেঁসে কথা শুরু করল শান্ত।

‘বলুন।’ একটু সামনে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক। এর মুখেও হাসি, তবে নিয়ন্ত্রিত। বাইরের ঘরের লোকের সাথে তুলনা চলে না।

শান্ত বলল, ‘এশিয়ার কোনো দেশে যেতে চাই সপ্তাখানেকের জন্য। টুরিষ্ট হিসেবে। আমার বাইরে যাওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই।’

‘কোন ধরনের দেশে যেতে চান ? সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত-’

‘কোথায় যাওয়া সহজ ? কম খরচের মধ্যে।’

‘ভারতে খরচ সবচেয়ে কম। থাইল্যান্ডে কম খরচে যাওয়া যায়। কেনাকেটার জন্য অনেকে সিঙ্গাপুর যেতে চায়-’

কমল টেবিলের নিচে উঁকি মেরে ভদ্রলোকের পা দেখার চেষ্টা করছিল। ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করে দ্রুত টেবিলের নিচে তাকালেন, ‘কি হয়েছে? কিছু পরেছে নাকি?’ কিছু দেখতে না পেয়ে কমলকেই প্রশ্ন করলেন।

কমল থতমত খেয়ে দ্রুত ‘না’ বলল। চোখ ফেরাল আবার দেয়ালের ছবিটার দিকে। ভুলেও শান্তর দিকে তাকাল না।

শান্ত কি ভাবছে অনুমান করা যায়।

শান্ত কেশে গলা পরিস্কার করল, ‘থাইল্যান্ড কিংবা মালয়েশিয়া। খোলামেলা যায়গায় যেতে চাই, ব্যস- শহরে না। ধরুন সমুদ্রের ধারে কোথাও। ভিসা পাওয়া কতটা সহজ হবে ?’

বনি ইসমাইল বললেন, ‘সে দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দেবেন। আশা করি সমস্যা হবে না। পাশপোর্ট আছে তো ?’

‘আমার আছে. ওরটা করতে হবে।’

‘আমরা খুব অল্প সময়ে করে দিতে পারব। সেটাও আমাদের একটা সার্ভিস। কবে যাবেন ঠিক করেছেন ?’

‘এখনো ফাইনাল করিনি। ভাবলাম আপনার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেব। সামাদ সাহেব বললেন আপনার কথা-’

‘আচ্ছা,’ আরেকদফা হাসলেন তিনি, ‘একটু বসুন আমি চা দিতে বলি।’

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে যেয়ে সম্ভবত আগের সুচলো চেহারার লোকটাকে কিছু বললেন। একটু পরেই এসে আবার বসলেন। কমল দেয়ালে লাগানো পোষ্টারটা দেখাল।

‘এটা কোথায়? মালয়েশিয়া?’ জানতে চাইল সে। কোথাও যায়গার নাম লেখা নেই।

‘ফুকেট।’ বললেন ভদ্রলোক।

‘তারমানে থাইল্যান্ড।’ আবার জিজ্ঞেস করল কমল।

‘হ্যাঁ। পছন্দ হয়েছে ?’ কমলের দিকে ঘুরলেন তিনি। হাসতে হাসতে বললেন, ‘খুব সুন্দর যায়গা। সমুদ্রের ধারে। চাইলে ওখানে যেতে পার। সারা পৃথিবী থেকে বহুলোক বেড়াতে যায় ওখানে।’

কমল তাকিয়ে থাকল ছবিটার দিকে। সেখানে হেঁটে বেড়ানোর কথা চিন্তা করল। সে ভাল করেই জানে ওখানে যাওয়া হবে না। বেড়াতে যাওয়ার কথা একেবারেই বানানো।

চা এসে গেল দ্রুতই। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সামনের দোকানের চা। ভদ্রলোক নিজে চা খাবেন না। ওদের সামনে একটা করে কাপ রেখে চলে গেল চা দেয়া লোকটা। ভদ্রলোক হাত নেড়ে খেতে ইঙ্গিত করলেন, ‘নিন। আমি চা খাই না।’

শান্ত কাপে একবার চুমুক দিয়ে আলাপ চালিয়ে যাবার মত করে প্রশ্ন করল, ‘সামাদ সাহেব বললেন আপনার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা এদিকে।’

‘তাই নাকি!’ অবাক হওয়ার ভাব দেখালেন তিনি, ‘সামাদের সাথে আমার যোগাযোগ নেই বহুদিন। এখনো আমার কথা মনে রেখেছে জেনে ভাল লাগল। দেখা হলে বলবেন।’

শান্ত হেসে উত্তর দিল, ‘অবশ্যই।’

এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটাই, মনে মনে বলল কমল। এই লোক সামাদ সাহেবের বাড়ি যাননি।

তিনি তখন বলছেন, ‘আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি তবে বেড়ানোর জন্য না। বলতে পারেন কিছু একটা করে চলার জন্য। শুরু করেছিলাম মালয়েশিয়া দিয়ে। ওখানে টিকতে না পেরে বেরিয়ে পড়ি। আশেপাশের সব দেশেই থাকার অভিজ্ঞতা আছে। সবধরনের কাজ করতে হয়েছে। আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, যদি থাইল্যান্ডে যান তাহলে কিছু কিছু বিষয়ে আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা সবসময় চেষ্টা করে টুরিষ্টদের কাছ থেকে-’

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলার সুযোগ পেয়ে এবং মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে তিনি তার ঝুলি থেকে কথা বের করতে শুরু করলেন।

‘বনি ইসমাইলকে কি বাদ দেয়া যায় ? এই লোক রাতে দেয়াল টপকে ওখানে যায়নি। দেখা করার জন্যও যায়নি।’ শান্তকে জিজ্ঞেস করল কমল।

বাড়ি ফিরে নিজেদের ঘরে বসে রয়েছে ওরা। রয়েছে লুবনাও। একটু আগে ফোনে কথা হয়েছে ওর কমলের সাথে। চুরির ঘটনার খোঁজখবর করছে জেনে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি চলে আসতে।

‘এটাই একমাত্র কারন হলে বাদ দিতে পারিশ।’

‘আমার মনে হয় বাদ দেয়াই ভাল। এমনিতেই সে, যাকে বলে- লিষ্ট সাসপেক্ট। তাকে বাদদিলে অন্যদের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া যাবে।’ জানাল কমল।

‘তাহলে, নেক্সট টার্গেট ?’

‘লিয়াকত অথবা মোশাররফ। এদেরই কেউ তার বাড়িতে গিয়েছিল। ঘন্টাদুয়েক বসেছিল একাএকা, তারপর পরিচয় না দিয়েই চলে গেছে।’

‘লিয়াকতের সাথে কথা হয়েছে ওনার, সে বলেছে যায়নি। মোশাররফ ঢাকার বাইরে, তাকে পাওয়া যায়নি।’ মনে করিয়ে দিল শান্ত।

কমল গুরুত্ব দিল না সে কথায়। সে বলল, ‘যদি চুরি করেই থাকে তাহলে সেটা গোপন করবে এটাই স্বাভাবিক। দুজনকেই দেখা উচিত। একজনের দোকান গ্রীনরোড। তারসাথে কথা বলে কিছুএকটা ধারনা পাওয়া যেতেই পারে।’

‘যেতেই পারে।’

‘আচ্ছা- ওটা তো দোকান। কিছু একটা কেনার জন্য যে কেউ যেতে পারে-’

ইঙ্গিত বুঝতে বাকি নেই শান্তর। সে বলল, ‘দেখে আয়। আমি কামালের ব্যবসার খোঁজ নেই। সন্ধ্যায় কথা হবে।’

দেরি না করেই বের হল কমল আর লুবনা। এইসময় দোকানে ভীড় কম থাকার কথা।

‘এটা কি লিয়াকত সাহেবের দোকান ?’ দাঁত বের করে লুবনার দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সে।

দোকানের সাইনবোর্ডে নাম দেখেই ঢুকেছে কমল আর লুবনা। ভেতরে তিনজন কর্মচারী। ফিটফাট পোষাক থাকলেও দেখে কাউকেই সামাদ সাহেবের সমকক্ষ মনে হয়নি। সম্ভবত লিয়াকত হোসেন দোকানে নেই। সাধারন ক্রেতার মতই সাজানো জিনিষপত্র দেখতে শুরু করেছে ওরা। লুবনা দেখছে নক্সাকরা লোহার ফ্রেমে আটকানো বড় একটা আয়না। কমল দেখছে দোকানে কি কি বিক্রি হয়। নানা রঙের নানা ডিজাইনের টাইলস, বাথরুমের জিনিষপত্র, বাথটাব, কাঁচে ঘেরা গোছলের যায়গা সবকিছু সাজানো রয়েছে। তখনই সাদা সার্ট গায়ে মোটামত লোকটা হাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে এল লুবনার দিকে।

‘জ্বি আপা।’ লুবনার কথার উত্তর দিল সে। সামনের সবগুলো দাঁত বের হয়ে রয়েছে সবসময়।

‘উনাকে কখন পাওয়া যাবে ?’ তারদিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল লুবনা।

‘সন্ধ্যার দিকে। ওইসময় কাষ্টমার বেশি আসে।’

‘হুঁ।’ পাশে ঝুলানো প্লাষ্টিকের র‍্যাকের দিকে নজর দিল লুবনা, ‘আপনাদের কি আরো দোকান আছে ?’

‘আমাদের !’

‘হ্যাঁ। এই একটু পুরনো জিনিষপত্র বিক্রি করার। লিয়াকত সাহেব বলেছিলেন ওনার কিছু জিনিষপত্র আসার কথা। এখানে তো সবই নতুন।’

‘জ্বি।’

‘অন্য জিনিষপত্র কোথায় বিক্রি করে ?’

‘আমি ঠিক জানি না আপা। পান্থপথে একটা দোকান আছে কিন্তু সেইডা ওনার না। শুনছি ওনার পরিচিত কার জানি। মাঝেমধ্যে ওইখানে যায়।’

‘ও, ওটাই হবে হয়ত। নাম কি দোকানের ?’

‘দোকানের নাম নাই।’

‘নাম নাই মানে ? নাম ছাড়া দোকান হয় ?’

লোকটার হাসি আরো বিসতৃত হল, ‘কি যে কন আপা। ব্যবসা করতে কি নাম লাগে ? লাগে ট্যাকা। ট্যাকায় সব হয়।’

লুবনাও যোগ দিল তার হাসিতে। হাসতে হাসতে বলল, ‘বেশ তো, নাম ছাড়াই দোকান হয়। এই দোকানের নাম আছে ?’

লোকটা বলল, ‘তা আছে। এইখানে বড়বড় কাষ্টমার আসে। একজন কাষ্টমার ধরলে একমাসের ব্যবসা।’

লুবনা বলল, ‘আচ্ছা, ভালই। সামাদ সাহেবের কাছ থেকে ওনার কিছু জিনিষ কেনার কথা। ওইযে, ধানমন্ডির সামাদ সাহেব, চেনেন ? হ্যাঁ ওনার কাছ থেকে। ওনার সাথে দেখা করার কথা ছিল, বারো তারিখ সন্ধ্যায়।’

লোকটা হিসেব করে বলল, ‘বারো তারিখ মানে বুধবার। সেইদিন তো এইখানে মস- ভীড়। দুইডা বিল্ডিংএর কাম পাইছে। তখন কি অন্যদিকে দেখার সময় আছে। বিশলাখ টাকার সাপ্লাই-’

লুবনা বলল, ‘আচ্ছা, সেজন্যই। এই আয়নাটার দাম কত ?’

‘বারোশ। অরিজিনাল চায়নার জিনিষ।’

‘ও। এরচেয়ে একটু ছোট আছে? এই নক্সা ?’

এতক্ষনে লোকটা হাসি সরে গেল মুখ থেকে। রীতিমত সহানুভুতি দেখিয়ে বলল, ‘না আপা, এইডা এরচে ছোট হয়না।’

লুবনা হতাস হয়ে বলল, 'তাহলে আর কি করা। আমার বাথরুমে এতবড় যায়গা নেই।'

বলে বাইরের দিকে ঘুরল সে। কমল এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দুপা এগিয়ে এসে শেষ চেষ্টা চালাল লোকটা, 'আপা, অর্ডার দিলে বানায়া দিতে পারি। একদিনে ডেলিভারি।'

লুবনা থেমে তারদিকে তাকিয়ে তার ভঙ্গি অনুকরন করে বলল, 'চায়নার জিনিষ একদিনে বানায়া দিবেন ?'

লোকটা সম্ভবত তার কথা ধরতে পারেনি। সে বলল, 'হান্ড্রেড পার্সেন্ট একই জিনিষ। একচুল এদিক ওদিক হবে না। একবছরের গ্যারান্টি। আপা অন্য দোকান থিকা নিয়া ঠইকেন না। এইমাল কিন্তু অনেক কোয়ালিটির হয়। দেইখা আলাদা করতে পারবেন না। আপনে যদি নেন তাইলে-'

লুবনা ততক্ষনে হাঁটতে শুরু করেছে। কথা বলতে বলতে লোকটাও লুবনার সাথেসাথে দোকানের বাইরে চলে এসেছে।

'লিয়াকত সাহেব কখন আসবেন ?' তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল লুবনা।

লোকটা থতমত খেয়ে বলল, 'সাড়ে পাঁচটা।'

'তখন তারসাথে কথা বলল।' বলে বাইরে রাখা নিজের গাড়ির দিকে রওনা হল লুবনা।

গাড়ি ঘুরে পান্থপথে সিগন্যালে থামলে কমল জিজ্ঞেস করল, 'সেই নামছাড়া দোকানে যাবেন ?'

লুবনা বলল, 'ওখানে যেয়ে লাভ কি ? লিয়াকত সেদিন ওনার বাড়িতে যায়নি এটা নিশ্চিত। এখন বরং মোশাররফের খোঁজ করা ভাল।'

কমল বলল, 'সে-তো মনে হয় খুলনায়।'

মোশাররফের বাড়ির নাম্বারে ফোন করে জানা গেল সে তখনো ফেরেনি, এবং ফিরতে দুএকদিন দেরী হতে পারে। একটা কারখানার জন্য জমি ঠিক করতে গেছে খুলনা। সে ফিরে না আশা পর্যন্ত তাকে এর বাইরে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

শান্ত মাত্র ফিরেছে। ওরা তিনজন বসে রয়েছে বাইরের ঘরে।

'সিজান। ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া দরকার। ও নেশা করে। নিশ্চয়ই কোন আড্ডা আছে।' বলল কমল।

'ওখানে ছদ্মবেশে যেতে হবে।' আলাপে যোগ দিল লুবনা।

‘কিভাবে ?’ ইচ্ছে করে যেন অবাক হওয়ার ভাবটা লুকাল শান্ত।

‘নেশা করে এমন কেউ সেজে। ওদের সাথে মিশে ওরা কিকি আলাপ করে সেসব কথা জেনে আসা যাবে।’

‘খুব কঠিন কাজ।’ অন্যদিকে মুখ করে নির্লিপ্তভাবে বলল শান্ত।

‘না-না, আমার কাছে মেকাপের সবকিছু আছে। কেউ ধরতেই পারবে না।’ রীতিমত আত্মবিশ্বাস লুবনার কণ্ঠে।

শান্ত হেসে বলল, ‘পারবে। শুধু চেহারা আর পোষাক পাল্টানোই তো সবকিছু না। ওদের নিজস্ব চালচলন আছে, নিজস্ব কিছু ভাষা আছে, পরিচিতির বিষয় আছে। নতুন কেউ গেলে চিনতে পারবে না ঠিকই কিন্তু সে নতুন তা বুঝে যাবে সাথেসাথে। হঠাৎ করে ওদের সাথে মানিয়ে নেয়া কঠিন কাজ।’

লুবনার মুখে হতাসা দেখা গেল। তার এমন পরিকল্পনা কোন পাত্তাই পেলনা। শান্ত বলল, ‘আড্ডার খোঁজ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। হোসেনের হাতে এমন লোকজন আছে যারা খুব সহজেই ভেতরের খবর বের করে আনতে পারবে। বরং বাইরে ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখা যেতে পারে।’

‘ওর বাড়ির ঠিকানা তো আছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় কোথায় যায় দেখব।’ প্রস্তাব করল কমল।

‘তা দেখা যায়।’

আপত্তি করল না শান্ত। লুবনা হেসে কমলের দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখল। বলল, ‘আজ রাত হয়ে গেছে। কাল দুপুরে নিশ্চয়ই বাড়ি যাবে। তখন থেকে নজর রাখব।’

সরাসরি কমলকেই বলল সে। কমল মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর শান্তর দিকে ফিরল, ‘কামালের কি করবে ? সেও একজন সাসপেক্ট।’

শান্ত বলল, ‘ওর ব্যবসার ধরন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। অল্পসময়ের মধ্যেই তার ব্যবসার সাথে জড়িত কিছু মানুষের পরিচয়, নাম-ঠিকানা পাওয়া যাবে।’

‘কি ধরনের ব্যবসা ?’ জিজ্ঞেস করল কমল। তাকে না জানিয়ে এরই মধ্যে খোঁজ নেয়া হয়ে গেছে, বিষয়টিকে সে পাত্তা দিল না।

‘একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের।’ হেসে ফেলল শান্ত, ‘ব্যবসার ধরন শুনে বুঝতেই পারবি না সেটা কত টাকার কারবার।

‘উদাহরন। খোলাশা করে বল।’

‘পুরানো জিনিষের ব্যবসা কত টাকার হতে পারে জানিস ?’

‘না। ওই ব্যবসা করার ইচ্ছে নেই।’ সরাসরি জানাল কমল।

‘অনেক ধরনের পুরানো জিনিষের ব্যবসা আছে। একজনের কাছে কিনে আরেকজনের কাছে বিক্রী। শুনলে মনে হবে এ আর কি-’

‘আচ্ছা, থাক ওর কথা।’ বাধা দিল কমল, ‘ও তোমার ভাগে। আমরা সিজানের খোঁজে।’

লুবনা আর শান্ত দুজনেই হেসে ফেলল ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে।

সিজানের বাড়িটা ছয়তলা। লুবনা যেখানে গাড়ি থামিয়েছে সেখান থেকে বাড়িটার গেট দেখা যায়, পাশের বাড়িটা দোতলা বলে বিল্ডিংএর ওপরের অংশ দেখা যায়। বিল্ডিংএর এপাশটা একেবারে সমান, কোন বারান্দা কিংবা অন্য কোন খোলা যায়গা নেই। সরাসরি রোদ আসার কারনে জানালাগুলোও বন্ধ।

ওদের জন্য ভাল দিক এটাই যে গেট দিয়ে কেউ ঢুকলে বা বের হলে ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর রাস্তায়ও তেমন ভীড় নেই। অল্প কয়েকজন পথচারী দেখেছে ওরা। আর মাঝেমাঝে দুএকটা করে গাড়ি যাচ্ছে, অথবা কোন বাড়িতে ঢুকছে বা বের হচ্ছে।

‘আচ্ছা এই সময় বাড়িতে ঢুকবে না বের হবে ?’ কমলের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল লুবনা।

কমল বলল, ‘মনে হয় দুপুরে খেতে আসবে। সারাদিন নিশ্চয়ই বাড়িতে বসে থাকে না।’

লুবনা বলল, ‘থাকতেও পারে। জাননা এদের অনেকে নিশাচরের মত। সারাদিন ঘুমায়, রাতে বের হয়।’

কমল বলল, ‘হুঁ, দেখা যাক।’

চুপ করে গেল দুজনেই। একজন ফেরিঅলা যাচ্ছে। মাথায় পুরানো কাগজের ঝাঁকা। কমলের কাছে এই পেশা সবসময়ই অদ্ভুত মনে হয়। বাড়িবাড়ি ঘুরে কাগজ কেনে, পুরানো বাতিল জিনিষপত্র কেনে। তারপর কোথাও বিক্রী করে। কাগজ কেনার সময় মাপে গড়মিল করে। একদিন দেখেছে কমল। সামাদ সাহেবের ছেলে কামালও পুরানো জিনিষপত্রের ব্যবসা করে। সেকথাই ভাবছিল সে। হঠাৎ করেই তাতে বাঁধা দিল লুবনা।

‘দেখতে কেমন ?’

‘এ্যাঁ’ চমকে ফিরে তাকাল কমল।

‘দেখতে কেমন ?’

‘আমি জানি না। আমি তো দেখিনি-’ থতমত খেয়ে লুবনা দিকে তাকিয়ে থাকল কমল।

‘তাহলে, চিনব কিভাবে ?’ অবাক হল লুবনা।

কমল হতভম্ভ হয়ে তাকাল। তাইত। একথা একবারও মনে হয়নি। তার কোন ছবিও দেখেনি। শুধুই ধরে নিয়েছে বাড়ি থেকে বের হলে তাকে চিনে ফেলবে।

লুবনা একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। অবাক হয়ে বলল, ‘বাহ্, একজনের ওপর গোয়েন্দাগীরি করতে এসেছি, আর তাকে কেউ চিনি না ? লোকে শুনলে হাসবে। হয়ত এরই মধ্যে কতবার আমাদের সামনে দিয়ে গেছে। আমরা চিনতে পারিনি।’

‘হুঁ, একবারও মনে হয়নি।’ যেন অপরাধ স্বীকার করল কমল।

‘আচ্ছা, যা হওয়ার হয়ে গেছে।’ তাড়াতাড়ি সামাল দিল লুবনা, ‘এখন কি করা যায় বল। একটা কিছু উপায় বের কর। এভাবে ফেরত গেলে তোমার ভাইয়া আর কোনদিন দায়িত্ব দেবে না।’

কমল চুপ করে চিন্তা করল কিছুক্ষন। কোথায় গেলে জানা যেতে পারে তার সম্পর্কে। তারা যাকিছু জেনেছে সব একজনের কাছেই। সব শোনা কথা। মুখে মুখে শুনে কি মানুষ চেনা যায় ?

‘সামাদ সাহেবের বাড়ি যাই।’ একসময় বলল সে।

‘তারপর ?’

‘তার কাছে নিশ্চয়ই কোন ছবিটবি আছে। দেখে আসি-’

‘আচ্ছা, সামাদ সাহেব লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় ?’ জিজ্ঞেস করল লুবনা।

কমল অবাক হয়ে তাকাল। লুবনা বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে প্রশ্ন করল, ‘তাকে অবিশ্বাস করব কেন ? সেই তো এসব করতে বলেছে।’

‘গোয়েন্দাদের সবাইকে সন্দেহ করতে হয়।’ সন্দেহ আরো ঘনিভূত হল লুবনা কাছে।

‘সবাইকে? আমাকেও?’

‘না-না, সেকি কথা। আমি বলছি উনি যদি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলেন। সবই তো তার বলা কথা। সেই হিরে চুরির ঘটনা মনে নেই তোমার। সেই যে, আজিম সাহেব। নিজেই চুরি করে রহস্য বানাতে চেয়েছিল। এটাও তো হিরের ব্যাপার।’

‘মনে হয় সেরকম না। কেউ একজন রাতে ঢুকেছিল এটা সত্যি। প্রমান আছে। উনি বুড়ো মানুষ, নিজে সেটা করবেন বলে মনে হয়না। আর যে ঢুকেছিল সে বড়সড় মানুষ, হোসেনভাইয়ের চেয়ে লম্বা।’

‘আচ্ছা, চল যাই তাহলে। ছবি দেখে আসি। চালাকি করে দেখে আসতে হবে। আর তোমরা তো সেই ফরিদাকে দেখনি, এবার তাকেও দেখে আসব। সেও জড়িত থাকতে পারে।’

লুবনা ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরাল।

ফরিদার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল কমল। সামাদ সাহেব তার প্রশংসা করেছেন, সে বাড়ির বাইরে যায় না, কারো সাথে মেশে না। তারপরও তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি শান্ত। বরং তার সম্ভাবনা কামালের চেয়ে বেশি বলেছে। সত্যিসত্যিই তাকে দেখা দরকার।

সামাদ সাহেবের বাড়ির সামনের রাস্তায় বেশ ভীড়। স্কুল ছুটির সময়, ছাত্রছাত্রীদের গাড়ি দিয়ে রাস্তার অধিকাংশ যায়গা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য গাড়ির গা বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। বেশ দুর থেকেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। আসে- আসে- বাড়ির গেটের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওদের সামনে একটা রিক্সা এমনভাবে ঘুরাচ্ছে যে একটু হলেই গাড়ির সাথে লেগে যেত। এদের এতটুকু হুঁস নেই, জানে লুবনা। ধাক্কা লাগা মানেই রিক্সার ক্ষতি, যাত্রীর আজত হওয়ার সম্ভাবনা, গাড়ির রঙ উঠে যাওয়া। তারপর বকাবকি করলেই কি আর না করলেই কি।

'দাঁড়ান দাঁড়ান।' হঠাৎ করেই উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে লুবনাকে থামতে বলল কমল।

সাথে সাথে ব্রেক করে গাড়ি থামাল লুবনা। অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকাল। ঢ্যাঙা একজন লোক দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে। যে বাড়িতে তারা যাচ্ছে সেবাড়ির নিচু দেয়ালের পাশে। পরনে আধময়লা পোষাক, চুল রুক্ষ। কমল সোজা তাকিয়ে আছে তারদিকে। লুবনা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে একবার কমল একবার লোকটাকে দেখতে থাকল। লোকটা সেখানে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। একবার কমলদের দিকে তাকাল। তারপর ওরা তাকিয়ে আছে দেখে বিরক্ত হয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা ছোট দোকানে যেয়ে সিগারেট ধরাল, দোকানীর সাথে কিছু কথা বলল, তারপর হাঁটতে লাগল।

কমল তখনও তাকিয়ে আছে তারদিকে। লুবনা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি কিছু।

'কি হয়েছে ?' জানতে চাইল লুবনা।

'এই লোক- এই লোক রাতে ঢুকেছিল।' থেমে থেমে জানাল কমল।

'ঠিক তো ?'

'হ্যাঁ, হোসেন ভাইয়ের চেয়ে লম্বা, পায়ে বাটার জুতা। আর, আর ওই বাড়ির দিকেই উকি মারছে।'

লুবনা সাথেসাথে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পরল। কমল বাধা দেয়ার সময় পেল না। ও দেখল লুবনা দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। লোকটা যে গলিতে ঢুকেছে সেই গলিতে। লুবনা যখন গলিতে ঢুকল ততক্ষনে লোকটা ওদিকের মোড় ঘুরে আড়ালে চলে গেছে। কমলও গাড়ি থেকে নেমে লুবনার দিকে এগিয়ে গেল। লুবনা তাড়াতাড়ি হেঁটে সামনের মোড়ে দাঁড়াল। লোকটা কোন একদিকে চলে গেছে। লুবনা রাস্তার দুদিকেই তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। কমল এসে ওর পাশে দাঁড়াল।

লুবনা হতাসভাবে বলল, 'একটু আগে বলবে না। ঠিক ধরে ফেলতাম।'

কমল তখনও যেন ঘটনা বুঝে উঠতে পারছে না। এটা সেই লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে কি করছে এখানে ?

‘ভাইয়াকে জানাতে হবে।’ একসময় বলল কমল।

‘হুঁ, আবার ওকে খুঁজে বের করা যাবে ? এত লোকের মধ্যে ? কোথায় থাকে, কোনদিকে গেছে কে জানে।’

কমল চুপ করে থাকল। অপরাধটা তারই। দেখার সাথেসাথেই জানানো উচিত ছিল। এখন আবার ওকে পাওয়া যাবে কোথায় ? সবকিছূ গড়মিল হয়ে যাচ্ছে কেন ? ওতো এত অসাবধানে চলেনা। সবসময় চোখকান খোলা রাখে। সময় সময় শান্ত প্রসংশাই করে এজন্য। আর আজ এরই মধ্যে দুটো মারাত্মক ভুল করে ফেলল। না চিনেই একজনের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করল। আসলে সেই ভাবনাই বোধহয় অন্যমনস্ক করে রেখেছিল তাকে, একবার ভাবল কমল। যা ঘটে গেছে সেটা ধরে রাখা ঠিক না।

‘আশেপাশের কেউ ওকে চিনতে পারে।’ কিছুক্ষন পর মুখ খুলল সে। এখন যা করা সম্ভব তা’ই করতে হবে।

যে দোকানে সিগারেট ধরিয়েছে সেই দোকানের দিকে তাকাল লুবনা। দোকানীর সাথে কথা বলেছে। একটা সিগারেট ধরানোর জন্য যতটুকু দরকার তারচেয়ে বেশী। নিশ্চয়ই পরিচয় আছে ওর সাথে। কমলের দিকে ফিরল লুবনা।

‘আচ্ছা, ওই দোকানে জিজ্ঞেস করি। ও নিশ্চয়ই চেনে।’

বলে দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। কমল অনুসরন করল তাকে। একবার তাদের গাড়িটার দিকে তাকাল। আরো গাড়ি থেমে রয়েছে রাস্তার পাশে, তাদেরটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

দোকানে কোন ক্রেতা নেই এখন। দোকানী ভেতরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা করছে। ওকে ডেকে দৃষ্টি ফেরাতে হল।

‘এই যে, একটু আগে একজন লোককে দেখলাম এখানে-’ কথা শুরু করল লুবনা।

‘ক্যাডা ?’ অবাক হল দোকানী লুবনার মত একজনকে এধরনের প্রশ্ন করতে দেখে।

‘লম্বামত একজন লোক। আগে আমাদের কাজ করত। অনেকদিন পর দেখলাম এখানে। একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। গাড়ি রাখতে রাখতে কোনদিকে চলে গেল দেখতে পাইনি। আমি ওর নাম ভুলে গেছি-’

‘অ, লম্বু, সোলেমান ?’ হেঁসে ফেলল দোকানী।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোলেমান। ও কোথায় থাকে ?’

‘ঘর চিনি না, কামরাঙির চর।’

‘ও, এদিকে আসে ?’

‘তা আসে। হেই বাড়িত অর বউ কাম করে। হ্যার লাইগা আসে-’ হাত দিয়ে সামাদ সাহেবের বাড়িটা দেখাল দোকানী।

‘ও, আচ্ছা। আচ্ছা, ঠিক আছে।’ কমলের দিকে ঘুরল লুবনা, ‘চিপস খাবে ? এক প্যাকেট চিপস দ্যান তো।’

টাকা বের করার জন্য পকেটে হাত দিল লুবনা। দোকানী উঠে সামনে ঝুলানো একটা ব্যাগ থেকে একটা চিপসের প্যাকেট বের করে দিল। লুবনা সেটা নিয়ে কমলের হাতে দিয়ে বিশ টাকার একটা নোট দিল। ফেরত টাকা নিয়ে গাড়ির দিকে আসতে শুরু করল। ধীরেসুসে' গাড়িতে উঠে বসল দুজন।

‘যাব এখন ওই বাড়িতে ?’ জানতে চাইল লুবনা।

‘আগে ভাইয়াকে জানাই। মনে হয় রহস্য অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। নতুন করে সাজাতে হবে।’

‘হ্যাঁ, সেটাই ভাল।’

দুজনেই বুঝেছে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। সিজানের ওপর নজর রাখার চেয়ে এটা বেশী গুরুত্বপুর্ন। অন্যভাবে দেখতে হবে পুরো বিষয়টা।

‘জিনিষটা কারো হাত দিয়ে পাচার করার বিষয়টা বাদ দিতে হচ্ছে তাহলে।’ সবশুনে মন্তব্য করল শান্ত।

‘কেন ? সে সম্ভবনা তো আরো বেশী এখন ? কাজের মেয়ে ওটা চুরি করে তার স্বামীর হাতে দিয়েছে। সে ওটা বিক্রি করবে।’

‘খুব একটা বাস-বসম্মত হয় না বিষয়টা।’ ব্যাখ্যা করল শান্ত, ‘সে চুরি করলে টাকাপয়সা কিংবা অন্য সাধারন জিনিষের দিকে যেত। এমন একটা জিনিষ চুরি করে সে বিক্রি করতে পারবে না এটা সে জানে। যে দেখবে সেই প্রথমে চুরির সন্দেহ করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এরকম একটা চুরির পর এত অল্প সময়ের মধ্যে ওর স্বামী আবার দেখা করতে আসত না। মনে হচ্ছে ও বউয়ের সাথে গন্ডগোল মেটানোর চেষ্টা করছে। চুরির বিষয়টা আলাদা।’

‘তাহলে ওই লোক বাদ, কাজের মেয়েও বাদ ?’ হতাস হয়ে মন্তব্য করল কমল। এখনও সবকিছু গড়মিল মনে হচ্ছে ওর কাছে। কিছুতেই মন বসাতে পারছে না সে।

‘ওই লোক বাদ, কাজের মেয়েকে এখনও বাদ দেয়ার সময় হয়নি। যদিও সম্ভাবনা কমে গেছে অনেক। কিন্তু সমস্যাটা অন্য যায়গায়। চুরিটা যদি রাতে না হয় তাহলে হয়েছে দিনে। সেক্ষেত্রে জানা দরকার সেদিন কে কে গিয়েছিল ওই বাড়িতে। সিজানের নাম পাওয়া যাবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। আর কে ? আরেকবার যেতে হবে ওই বাড়িতে।’

‘ওই সিজানের একটা ছবি নিতে হবে। নাহলে ওকে চেনা যাবে কিভাবে ?’ নজরদারী করতে গিয়ে বোকা হওয়ার কথা সরাসরি বলা যায় না। ঘুরিয়েই বলতে হল কমলকে।

‘আচ্ছা, ছবি দিচ্ছি, আমার কাছেই আছে।’

‘কোথায় পেয়েছ ?’

‘নতুন ছবি। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যায়গায় তোলা।’

লুবনা আর কমল মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

‘তাহলে আমরা ওর অপেক্ষায় বাড়ির সামনে বসে থাকলাম কেন ?’ অবাক হওয়ার ভাব কাটিয়ে যেন ব্যাখ্যা দাবী করল কমল।

শান্ত সাথে সাথে হেসে কথা ঘুরাতে চেষ্টা করল, ‘সেজন্যই তো এতবড় একটা কাজ হল। বাড়িতে কে ঢুকেছিল জানা গেল। কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।’

কমল আর লুবনা কারোই মুখের গোমড়া ভাব গেলনা তাতে। কমলের মনের ভাব প্রকাশ পেল ওর কথায়। বেশ জোরের সাথেই বলল সে, ‘এবার কোথায় যাব তাহলে ?’

‘তুই কি রাগ করেছিস ?’

‘না। তুমি আগে থেকে কিছু বল না, শুধু অন্ধকারে খুঁজতে বল।’ বেশ অভিমান কমলের গলায়।

‘রাগ করিশ না। আগেই যদি রহস্য জানা থাকে তাহলে কি গোয়েন্দাগীরি করতে ভাল লাগবে ? জানিস- আগাথা ক্রিষ্টি বাজি ধরে বলত তার কাহিনী শেষ না হলে কেউ ধারনাও করতে পারবে না কে অপরাধী।’

‘জানি। সবসময় ভালমানুষ দেখিয়ে শেষে তাকে খারাপ বলে দিলেই হল। এরচেয়ে সহজ কাজ হয় না। তুমিই তো বল, খারাপ যত ভাল সেজেই থাক, তাকে ধরা যায়। একদিন না হলে আরেকদিন।’

‘সেজন্যই তো বলেছি, সেই লক্ষনগুলো দেখ। হঠাৎ করেই কাউকে খারাপ ধরে নিস না। আবার চেহারায়, পোষাকে ভালমানুষী দেখে মনে করিস না সে অপরাধী হতে পারে না। বারবার যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিবি।’

‘আচ্ছা ও-ই মেয়ে, মানে ভদ্রলোকের ভাগ্নী না কি, সে কি করে ?’ জিজ্ঞেস করল লুবনা। কাজের কথায় ফেরা যাক। যা বলার তা যথেষ্ঠই বলা হয়েছে।

শান্ত বলল, ‘কিছু করার কথা বলেনি। মনে হয় উল্লেখ করার মত কিছু করেও না।’

লুবনা বলল, ‘বাইরে যায় নিশ্চয়ই। আগেকার দিনের মেয়েদের মত চব্বিশঘন্টা বাড়িতে বসে থাকে না। কারো কারো সাথে মেশেও।’

‘হ্যাঁ, সেই বিষয়টা খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। সিজান, কামালের বন্ধু যে, সে অবশ্যই কামালের সাথে কিংবা তার বাবার সাথে দেখা করতে ওই বাড়িতে যায় না। যার ওর সাথে দেখা করতে। সেক্ষেত্রে দুজনকেই সন্দেহ করা যুক্তিসংগত। গহনাটা চুরি করা এদের পক্ষে তুলনামুলক সহজ। এবং সেক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে, চুরিটা দুজনের পরিকল্পিত, নাকি কোন একজনের। এমনও হতে পারে আরেকজন হয়ত এর কিছুই জানে না।’

লুবনা বলল, ‘মনে হয় দুজনেরই। বাড়ির লোক না জানলে বাইরের কেউ আলমারি খুলে জিনিষ বের করতে পারে না। সে নিশ্চয়ই জানে না ওটা ঠিক কোথায় রাখা আছে।’

‘ঠিক।’

‘তাহলে ওর ওপর সন্দেহ সবচেয়ে বেশী।’

‘বলা যায়। তবে আরো কিছু সুত্র মেলাতে হবে। যেমন, ঠিক এই জিনিষটাই চুরি করা প্রয়োজন হল কেন ? চুরি করার পর সেটা গেলই বা কোথায় ? যতদুর জানা গেছে সিজান কোন গহনার দোকানে যোগাযোগ করেনি এখন পর্যন্ত।’

‘মনে হয় সুযোগের অপেক্ষায় আছে। পরিসি'তি দেখছে।’ বলল কমল।

‘আর, ওই মেয়ের ওপরও চোখ রাখতে হবে।’ সাথেসাথে প্রস্তাব করল লুবনা।

শান্ত বলল, ‘আমার ধারনা, ও বাইরে গেলেও যায় খুব কম। হয়ত দেখা যাবে আগামী এক সপ্তাহ বাড়ি থেকে বেরই হল না।’

‘তাহলে, ফলো করা যায় একজনকেই-’ ঘোষনা করল কমল।

সিজানের ছবিগুলো ভাল করে দেখল কমল আর লুবনা একসাথে বসে। বেশ লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য। বেশ দামী পোষাক পড়নে, বেশ লম্বা ষ্টাইল করা চুল। বোঝা যায় হালফ্যাসানের দিকে ঝোঁক আছে। এক ছবিতে হাতে ব্রেসলেট দেখা যাচ্ছে, আরেক ছবিতে গলায় চেন। একটা ছবিতে ময়লাটে সাদা রঙের গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছে। আরেক ছবিতে গাড়ির নাম্বারপ্লেট দেখা যাচ্ছে।

লুবনা বলল, ‘পুরনো মডেলের টয়োটা করোলা। এই গাড়ি একবার দেখলে নাম্বার ছাড়াই চেনা যাবে।’

‘কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নিশ্চয়ই খোঁজা যাবে না।’

লুবনা বলল, ‘রাস্তায় রাস্তায় খুঁজতে হবে কেন ? এই ছবিগুলো দেখ। এটা নিউমার্কেটের সামনে, এটার সাইনবোর্ডে মিরপুর রোড লেখা, এটা মহাখালি, আর এটা গুলশান। এই যায়গাগুলোয় নিশ্চয়ই যাতায়াত করে। আর বাড়ি তো আছেই। কয়েকজনকে চোখ রাখতে বললে দেখেই ফোন করে জানাতে পারবে। আমরা অপেক্ষা করব বাড়ির কাছাকাছি কোথাও।’

সন্ধ্যার কিছু আগে সিজানের গাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। গাড়িতে সে একাই রয়েছে। কয়েক মিনিট পরই তার দেখা পেল লুবনারা। তাকে অনুসরন করে পৌছাল একটা চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের সামনে। সেখান থেকে নামল সিজান। সাদা সার্টের ওপর কালো কোট। ব্যাকব্রাস করা চুল। গাড়ি পার্কিংএর যায়গায় রেখে, নেমে, কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেল।

লুবনা গাড়ি থামাল কয়েকটা গাড়ির দুরত্ব বজায় রেখে। সিজানের গাড়ি উল্টোদিকে মুখ করে রাখা। ইচ্ছে করলেই দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারবে না। গাড়িটা আরেকবার দেখে ভেতরের দিকে রওনা হল দুজন।

রেষ্টুরেন্টে একটামাত্র বড় বসার যায়গা। অল্প পাওয়ারের লালচে আলো জ্বলায় ঘরটা প্রায় অন্ধকার। ওরা দাড়িয়ে একটু সময় নিল আলো মানিয়ে নিতে। একপাশে দাঁড়িয়ে ঘরটা দেখল ভাল করে। অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল, সেগুলো ঘিরে চেয়ার। বেশ লোকজন রয়েছে ঘরে। ওরা ফাঁকা যায়গা খুঁজে পাওয়ার আগেই একজন এসে দেখিয়ে দিল। তারসাথে সেখানে এসে বসে খোঁজার চেষ্টা করল সিজানকে। ওদের কাছ থেকে দুই টেবিল দুরত্বে একজন যুবকের সাথে তাকে বসে রয়েছে সে। লুবনা হাত দিয়ে সিজানের কাছাকাছি যায়গা দেখাল কমলকে। সেখানে খালি যায়গা রয়েছে। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে ওরা।

‘এদিকে কোথাও বসি।’ বলে আগের যায়গা ছেড়ে সেদিকেই এগোল সে। ওরা যেয়ে কাছাকাছি একটা টেবিলে এমনভাবে বসল যেন দুজনেই সামান্য মাথা ঘুরিয়ে ওদিকে দেখতে পায়। একজনকে খাবার অর্ডার দিচ্ছে যুবকটি। তাদের কাছেও এল।

‘খুব তাড়াতাড়ি কি পাওয়া যাবে ?’ জানতে চাইল লুবনা।

‘কোনটাতেই দেরী হবে না। আপনাদের যা খুশী।’ রীতিমত ব্যবসায়িক উত্তর দিল লোকটা।

লুবনা মেনু দেখতে সময় নিল না বেশী। খাবার আনতে বলল। চুপ করে বসে থাকল খাবারের অপেক্ষায়। ওরাও যখন খাওয়ার জন্য ঢুকেছে তখন কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

একটু পরেই সুপ দিয়ে গেল ওদের জন্য। লুবনা দুজনের জন্য বাটিতে তুলে নিল। কোন কথা না বলে খেতে লাগল দুজন। ওদিকের টেবিলেও ওরা খাচ্ছে। বসে থাকা যুবকটি আগে থেকেই খাচ্ছিল। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে দুজন আসে- আসে-। কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে। সিজান অন্য লোকটাকে কিছু বুঝাচ্ছে, আরেকজন আপত্তি করছে তাতে। মনেহল একসময় সিজানের কথা মেনে নিল আরেকজন। সিজান তার পকেট থেকে কিছু বের করে তার হাতে দিল।

লাল কাপড়ে মোড়ানো। যুবকটি হাটুর কাছে রেখে খুলল। মুহুর্তের জন্য দেখতে পেল দুজনই, অল্প আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল সেটা। তারপরই আগেরমত কাপড়ে মুড়ে পকেটে রাখল। লুবনা তাকাল কমলের দিকে।

'যে কোন সময় যেতে হবে।' ফিসফিস করল লুবনা, 'কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেব না।'

যুবকটি ততক্ষনে সেটি তার বুকপকেটে রেখে দিয়েছে। মনে হচ্ছে কমলদের মত ওদেরও খাওয়ার বিষয়ে খুব আগ্রহ নেই। এখন আর কথা বলছে না ওরা। একটু পরেই তারা বিল মিটিয়ে উঠে পরল। লুবনা একজন ওয়েটারকে হাততুলে ডাকল সাথে সাথে। তাকিয়ে দেখল ওরা দুজন দরজার কাছে চলে গেছে। লুবনা টাকা বের করে টেবিলে রাখল।

'এই যে বিল। বাকিটা রেখে দেবেন।' বলেই পা বাড়াল দরজার দিকে। তাকে অনুসরন করল কমল। দ্রুতপায়ে বাইরে এসে দাঁড়াল এক যায়গায়। দুজন সিজানের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এবসময় সিজান তার গাড়িতে উঠল। যুবকটি এগিয়ে গেল আরেক গাড়ির দিকে। এই গাড়িটা বেশ দামি।

'জিনিষটা টাকা ছাড়াই দিয়ে দিল।' নিজের গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে চাপাস্বরে বলল লুবনা।

কমল বলল, 'নিশ্চয়ই কিছু একটা চুক্তি হয়েছে। টাকা পরে দেবে নয়ত অন্য কোথাও বিক্রি করে দেবে।'

'হুঁ।'

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল লুবনা। কমল অন্য দরজা দিয়ে উঠে বসল তার পাশে। প্রথমে সিজানের গাড়ি রাস্তায় নামল। যুবকটি গাড়িতে উঠেও দেরী করছে গাড়ি ছাড়তে। ভঙ্গি দেখে মনে হল আরেকবার পকেট থেকে জিনিষটা বের করে দেখল। তারপর গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

যুবকটির গাড়ি রাস্তায় নামল একসময়। তাকে কিছুটা সময় দিয়ে লুবনা গাড়ি বের করল। মোড় ঘুরে বড় রাস্তায় আসতেই বেশ কিছুটা দুরে দেখা গেল যুবকের গাড়ি। লাল রঙের নতুন মডেলের গাড়ি। চেষ্টা করেও নাম দেখতে পেল না কমল। ওটাই তাদের টার্গেট। সোজা সামনের এগিয়ে যাচ্ছে সেটা।

'কোথায় যায় দেখবেন ?' এগিয়ে যেতে যেতে একসময় জিজ্ঞেস করল কমল।

লুবনা কি করতে চায় জানা প্রয়োজন তার। তার মনে হচ্ছে খবরটা শান্তকে দেয়া দরকার, কিংবা হোসেনকে। জিনিষ আরেকজনের হাতে চলে গেছে। আবার হাতবদল হলে ওটা বের করা খুব কঠিন হয়ে পরবে।

লুবনা রাগতস্বরে বলল, 'শুধু দেখব না, ওর কাছ থেকে ওটা আদায় করব। ব্যাটা চোর-'

রীতিমত রেগে গেছে লুবনা। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সহজে ছেড়ে দেবে না।

কমল বলল, ‘কিছু করলে ওর গাড়ি থামাতে হবে।’

লুবনা বলল, ‘দাঁড়াও না- একটু ফাঁকা রাস্তা আসুক। আর পালাতে হবে না।’

সামনের গাড়িটা সোজা এগিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দেয়নি লুবনা। আরেকবার ওর ড্রাইভিং দক্ষতার প্রসংশা করল কমল মনে মনে। আর তাকে অনুসরন করে সত্যিসত্যিই একসময় ফাঁকা রাস্তায় এসে পরল ওরা। ফাঁকা এবং এবং জনমানবশুন্য। লুবনা স্পিড বাড়িয়ে দিল গাড়ির। ডানদিক দিয়ে একেবারে পাশে এসে সামনের গাড়িকে কোনঠাসা করে ফেলল। ওর যাবার কোন রাস্তাই থাকল না। তারপর গতি কমিয়ে একেবারে থামিয়ে দিল গাড়ি। বাধ্য হয়ে থামতে হয়ে অন্য গাড়িকে। থেমেই গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে পরল লুবনা। অপর গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। যুবকটি রেগে গেছে ওর রাস্তা বন্ধ করায়। পাশের কাঁচ নামিয়ে দিয়েছে। লুবনা কাছে আসতেই ধমক দিয়ে উঠল সে।

‘কি হয়েছে ?’

‘নাম, ব্যাটা চোর।’ উত্তরে তারচেয়ে জোরে ধমক দিল লুবনা। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, ‘চুরি করে বড়গলা। নাম তাড়াতাড়ি-’

মুহুর্তে যুবকের মুখভঙ্গি পাল্টে গেল। একদিকে লুবনার মারমুখি চেহারা অন্যদিকে চুরির কথা। চোরাই জিনিষ তার পকেটে।

লুবনা ওর একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যুবকটি কোন কথা না বলে দরজা খুলল। তারপরই জোরে ধাক্কা দিল তাতে। খোলা দরজা ধাক্কা মারল লুবনার হাঁটুতে। দুপা পিছিয়ে হাঁতু মুড়ে বসে পড়ল সে। সাথেসাথে যুবকটি নেমে কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড় দিল উল্টোদিকে।

কমল ততক্ষনে নেমে এগিয়ে এসেছে। গাড়ির অন্যদিক দিয়ে সে ছুটে এসে পাশ থেকে ল্যাং মারল। দড়াম করে পড়ে গেল যুবকটি। সাথেসাথেই আবার উঠে দাঁড়াল। সাথেসাথে কমল ওর বুক লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। গলার কাছে জড়িয়ে ধরে ফেলে দিল। কমল নিজেও পরে গেছে। দুজন গড়াগড়ি খাচ্ছে। যুবকটি কমলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে উঠে দৌড় দিল আবার। কমল আসে-আসে- উঠে বসল মাটির ওপর। সেভাবে বসে থেকেই তাকিয়ে যুবকটির পালানো দেখল। তারপর মাথা লুবনার দিকে।

লুবনা ততক্ষনে সামলে নিয়েছে নিজেকে। ব্যথা পাওয়া হাঁটু ডলতে ডলতে যুবকটির পালানো দেখল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে কমলের কাছে এসে দাঁড়াল। এখন দৌড়ানো সম্ভব না তার পক্ষে।

‘হাতছাড়া হয়ে গেল। একেবারে মুঠোর ভেতর থেকে-’ আক্ষেপ করল লুবনা। তারপরই মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ওর। কমলের হাতে হীরের নেকলেসটা। সে সেটাকে আঙুলে দোলাচ্ছে।

‘বাহ্, ভাল হাতসাফাই শিখেছ।’ হেঁসে ফেলল লুবনা।

‘একেবারে, মুঠোর মধ্যে-’ হাসল কমলও।

উঠে দাঁড়াল সে। নেকলেসটা বাড়িয়ে ধরল লুবনার দিকে।

বাড়ি ফিরেছে ওরা নেকলেস নিয়ে। ওদের সামনে টেবিলে রাখা আছে ওটা। জিনিষটা সত্যিই সুন্দর। জিনিষ পাওয়া গেছে, কিন্তু রহস্য যেন শেষ হয়নি। অন্তত কমল সেটাই মনে করল।

‘তাহলে, বিষয়টা কি দাঁড়াল ? চোর কে ?’ কফির কাপটা দুহাতের মধ্যে রেখে জানতে চাইল কমল।

শান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। লুবনা অবাক হয়ে তাকাল কমলের দিকে, ‘এখনও জিজ্ঞেস করছ চোর কে ?’

কমল বলল, ‘সিজান তাহলে আলমারী খুলে চুরি করেছে ? আমরা যে ধরে নিলাম বাইরের কেউ ওভাবে চুরি করতে পারে না।’

‘পারে, যদি ভেতরের কারো হাত থাকে।’ সময় নিয়ে মন্তব্য করল শান্ত।

‘আমি সেটাই জানতে চেয়েছি। সেই ব্যক্তিটা কে ?’ আবার প্রশ্নটা করল কমল।

শান্ত আসে- আসে- বলল, ‘অনেক কিছুরই খুব সাধারন ব্যাখ্যা হয় না, হলেও প্রকাশ করা যায় না। আমার মনে হয় এর মালিক, মানে সামাদ সাহেব জানেন চোর কে। সেজন্যই তিনি চোরকে ধরতে বলেননি। বলেছেন কোনমতে এটা উদ্ধার করতে, টাকা খরচ করে হলেও। মানে, যে নিয়েছে সে যদি টাকার জন্য নেয় তাহলে টাকা দিয়ে সেটা ফেরত নেয়া আর-কি। কোনরকম লোক জানাজানি না করে।’

‘হুঁ, বুঝেছি।’ একটু চুপ থেকে বিজ্ঞের মত বলল কমল।

কমলের বলার ভঙ্গি দেখে হেঁসে ফেলল লুবনা। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, ‘কি বুঝেছ ?’

কমল আগের ভঙ্গিতেই বলল, ‘বুঝেছি, এটা আমার বোধগম্য বিষয় না।’